ত্রয়োদশ অধ্যায়

দারিদ্র্য বিমোচন

বাংলাদেশ সন্দেহাতীতভাবে গত দশকে দারিদ্র্য বিমোচনে সরকারি, বেসরকারি নানাবিধ যৌথ কর্মকাণ্ডের কার্যকরি ও সফল পদক্ষেপের সংমিশ্রণে অভূতপূর্ব উন্নতি সাধন করেছে। প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখযোগ্য যে, ২০১৬ সালের খানা আয় ও ব্যয় জরিপ অনুযায়ী ২০০৫ সালে বিদ্যমান দারিদ্রের হার ৪০.০ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ২০১৬ সালে ২৪.৩ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। সরকার দারিদ্র্য বিমোচনে সাহসী, দৃঢ়, জনকেন্দ্রিক এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক নীতি গ্রহণ ও তা বাস্তবায়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। দারিদ্র্য দূরীকরণে লাগসই কৌশলসমূহ যেমন-দারিদ্র্যের ঝুঁকিতে থাকা মানুষের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা বলয় সম্প্রসারণ, আর্থিক প্রণোদনা, ক্ষুদ্র সঞ্চয়কে উৎসাহ প্রদান, কার্যকর দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস কর্মসূচি ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা করে ঘুরে দাঁড়ানোর সক্ষমতা বিনির্মাণ, ইত্যাদির প্রয়োগে আমাদের সাফল্য বিশ্বব্যাপী দারিদ্র্য বিমোচন বিশেষজ্ঞদের নজর কেড়েছে। অধিকন্তু, দারিদ্র্য হ্রাসকরণে সরকার কর্তৃক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে । এছাড়াও, দারিদ্র্য হ্রাসকরণে সরকারের গৃহীত নানা কর্মসূচি বাস্তবায়নে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা ক্ষুদ্রঋণ প্রদানসহ নানাবিধ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। পাশাপাশি, সামাজিক নিরাপত্তা বিধানে সরকার বয়স্ক ভাতা, বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তাদের ভাতা, দুঃস্থ মহিলা ভাতা প্রদানের মাধ্যমে দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কল্যাণে পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। ২০২১-২২ অর্থবছরের বাজেটে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে ১,০৭,৬১৪ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। সর্বত্র চলমান করোনা মহামারি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে আঘাত হানা স্বত্ত্বেও বাংলাদেশ আর্থ-সামাজিক উন্নতির নিয়ামক-এ প্রশংসনীয় অবস্থান অর্জনে সক্ষম হয়েছে। এতদসত্ত্বেও, দূরদর্শী ও বাস্তবসম্মত আর্থিক নীতির কারণে বাংলাদেশের অর্থনীতির অগ্রযাত্রা অদম্য রয়েছে । ফলে, দারিদ্র্য পরিস্থিতির অনাকাঙ্ক্ষিত চিত্র এই মহামারির সময়েও জীবন যাত্রার মানে তেমন উল্লেখযোগ্যভাবে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারেনি।

বাংলাদেশে দারিদ্র্যের মাত্রা

একটি রাষ্ট্রের আর্থ সামাজিক উন্নয়নের পরিমাপক হিসাবে দারিদ্র্য বিমোচন অন্যতম, আর এ প্রেক্ষিত বিবেচনায় বর্তমান বিশ্বে বাংলাদেশ উন্নয়নের রোল মডেল হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছে। প্রাসঙ্গিকভাবে বলা যায়, বাংলাদেশ দারিদ্র্য বিমোচনে সরকারি উন্নয়ন কর্মকান্ড, বেসরকারি বিনিয়োগ এবং বহুবিধ সামাজিক উদ্যোগের সমন্বিত প্রয়াসে গত এক দশকে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে । খানা আয় ও ব্যয় জরিপ ২০১৬ অনুযায়ী ২০০৫ সালে বাংলাদেশে দারিদ্র্যের হার ছিল ৪০ শতাংশ। ২০১৬ সালে হ্রাস পেয়ে তা ২৪.৩ শতাংশে পৌঁছেছে। সর্বশেষ প্রাক্কলন অনুযায়ী ২০১৯ সালে দারিদ্রের হার ২০.৫ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। দারিদ্র্য বিমোচনের এ গতি অব্যাহত রেখে ২০২৫ সালের মধ্যে দারিদ্র্যের হার ১৫.৬ শতাংশে নামিয়ে আনতে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে। দারিদ্র্য বিমোচনে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল অনেক দেশের চেয়ে এগিয়ে থাকা সত্ত্বেও এখনও মোট জনসংখ্যার প্রায় এক-পঞ্চমাংশ দারিদ্র্যসীমার নিচে অবস্থান করছে। জনসংখ্যার এই অংশকে দরিদ্র রেখে কাঙ্ক্ষিত আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন দুরূহ। এ কারণে দেশের সকল নীতি নির্ধারণ ও উন্নয়ন কৌশলপত্রে দারিদ্র্য বিমোচনকে রাষ্ট্রের অন্যতম লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে। বর্তমানে চলমান করোনা মহামারি পরিস্থিতির কারণে সাময়িকভাবে হলেও যে স্থবিরতা সৃষ্টি করেছে, তা দারিদ্র্য দূরীকরণে আমাদের চলমান অগ্রগতিকে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন করেছে। তবে অতি দরিদ্র মানুষের মধ্যে নগদ অর্থ বিতরণ, বিনামূল্যে ও স্বল্পমূল্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ, সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি ও গৃহহীন মানুষের জন্য গৃহনির্মাণ কার্যক্রমের পরিধি সম্প্রসারণ এবং বিশেষায়িত ব্যাংক ও পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে কর্মসৃজন কার্যক্রমসহ সরকার যে দূরদর্শী ও সময়োচিত প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছেন, তা শ্রমজীবী মানুষের চাকুরি টিকিয়ে রাখতে ও অসহায় দরিদ্র মানুষকে ক্ষুধা হতে সুরক্ষা দিয়েছে।

দেশে দারিদ্র্য পরিমাপ পদ্ধতি

১৯৭৩-৭৪ অর্থবছরে বাংলাদেশের প্রথম খানা ব্যয় জরিপ (Household Expenditure Survey - HES) পরিচালিত হয়। পরবর্তীতে ১৯৯১-৯২ সাল পর্যন্ত আরও কয়েকটি জরিপ পরিচালনা করা হয়। খাদ্য শক্তি গ্রহণ (Food Energy Intake-FEI) এবং প্রত্যক্ষ ক্যালরি গ্রহণ (Direct Calory Intake-DCI) পদ্ধতিকে ভিত্তি ধরে এসব জরিপ পরিচালনা করা হয়। দৈনিক জনপ্রতি ২,১২২ কিলোক্যালরির নিচে খাদ্য গ্রহণকে অনপেক্ষ দারিদ্র্য (Absolute Poverty) এবং ১,৮০৫ কিলোক্যালরির নিচে খাদ্য গ্রহণকে চরম দারিদ্র্য (Hard Core Poverty) হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ১৯৯৫-৯৬ সালে পরিচালিত খানা জরিপে প্রথমবারের মতো মৌলিক চাহিদা ব্যয় (Cost of Basic Needs-CBN) পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। নতুন করে এই জরিপের নামকরণ করা হয় খানা আয়-ব্যয় জরিপ (Household Income and Expenditure Survey-HIES)। ২০০০ সাল হতে ২০১০ সাল পর্যন্ত প্রতি পাঁচ বছর অন্তর পরিচালিত জরিপে একই পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। এ পদ্ধতিতে দারিদ্র্য পরিমাপে খাদ্য বহির্ভূত (Non Food) ভোগ্যপণ্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ২০১৬ সালে সর্বশেষ খানা আয়-ব্যয় জরিপ পরিচালনা করা হয়। উক্ত জরিপের ভিত্তিতে দারিদ্র্যের গতিধারা বর্ণনা করা হলো।

দারিদ্র্য হ্রাসের গতিধারা

উচ্চ দারিদ্র্য রেখার হিসেব অনুযায়ী ২০১০-২০১৬ মেয়াদে জাতীয় পর্যায়ে আয় দারিদ্র্য ৭.২ পার্সেন্টেজ পয়েন্টস হ্রাস পেয়েছে (৩১.৫% থেকে ২৪.৩%)। এ সময়ে যৌগিক হারে দারিদ্র্য হ্রাসের পরিমাণ ছিল গড়ে ৪.২৩ শতাংশ। তবে পল্লী এলাকার চেয়ে শহরাঞ্চলে কম হারে দারিদ্র্য হ্রাস পেয়েছে (পল্লী অঞ্চল ৪.৬৮%, শহরাঞ্চল ১.৯৭%)। অপরদিকে, আগের পাঁচ বছরে (২০০৫ সাল থেকে ২০১০ সালের মধ্যে) আয় দারিদ্র্য ৮.৫ পার্সেন্টেজ পয়েন্টস কমেছে (৪০.০% থেকে ৩১.৫%)। একই সময়ে দারিদ্র্য হ্রাসের বার্ষিক যৌগিক হার ছিল ৪.৬৮ শতাংশ। প্রক্ষেপণ অনুযায়ী ২০১৯ সালে উচ্চ দারিদ্র্য রেখা অনুযায়ী দারিদ্র্য হার ২০.৫ শতাংশ এবং নিম্ন দারিদ্র্য রেখা অনুযায়ী দারিদ্র্য হার ১০.৫ শতাংশ।

সারণি ১৩.১: আয়-দারিদ্র্যের গতিধারা

	২০১৬	২০১০	বার্ষিক পরিবর্তন (%) (২০১০-২০১৬)	২০০৫	বার্ষিক পরিবর্তন (%) (২০০৫-২০১০)
মাথা-গণনা সূচক					
জাতীয়	২৪.৩	৩১.৫	-৪.২৩	৪০.০	-৪.৬৭
শহর	১৮.৯	২১.৩	-১.৯৭	২৮.৪	-৫.৫৯
পল্লী	২৬.৪	৩৫.২	-৪.৬৮	৪৩.৮	-৪.২৮
দারিদ্র্য ব্যবধান					
জাতীয়	৫.০	৬.৫	-৪.২৮	৯.০	-৬.৩০
শহর	৩.৯	৪.৩	-১.৬১	৬.৫	-৭.৯৩
পল্লী	৫.৪	৭.৪	-৫.১২	৯.৮	-৫.৪৬
দারিদ্র্য ব্যবধানের বর্গ					
জাতীয়	১.৫	২.০	-৪.৬৮	২.৯	-৭.১৬
শহর	১.২	১.৩	-১.৩৩	২.১	-৯.১৫
পল্লী	১.৭	২.২	-৪.২১	৩.১	-৬.৬৩

উৎসঃ খানা আয় ও ব্যয় জরিপ, ২০১৬।

মাথাপিছু মাসিক আয়, ব্যয় ও ভোগ-ব্যয়

১৯৯৫-৯৬ থেকে সাল ২০১৬ সাল পর্যন্ত পরিচালিত খানা আয়-ব্যয় জরিপের আলোকে খানার মাসিক নামিক (Nominal) আয়, ব্যয় এবং ভোগব্যয় সারণি ১৩.২ এ বর্ণনা করা হলোঃ

সারণি ১৩.২: মাথাপিছু মাসিক আয়, ব্যয় ও ভোগ-ব্যয় পরিস্থিতি

জরিপ বৎসর	অঞ্চল	মাসিক গড় আয়	মাসিক গড় ব্যয়	মাসিক গড় ভোগব্যয়
২০১৬	জাতীয়	১৫৯৮৮	১৫৭১৫	১৫৪২০
	পল্লী	১৩৩৯৮	১৪১৫৬	১৩৮৬৮
	শহর	২২৬০০	১৯৬৯৭	১৯৩৮৩
২০১০	জাতীয়	১১৪৭৯	১১২০০	১১০০৩
	পল্লী	৯৬৪৮	৯৬১২	৯৪৩৬
	শহর	১৬৪৭৫	১৫৫৩১	১৫২৭৬
২০০৫	জাতীয়	৭২০৩	৬১৩৪	৫৯৬৪
	পল্লী	৬০৯৫	৫৩১৯	৫১৬৫
	শহর	১০৪৬৩	৮৫৩৩	৮৩১৫
২০০০	জাতীয়	৫৮৪২	৪৮৮১	৪৫৩৭
	পল্লী	৪৮১৬	৪২৫৭	৩৮৭৯
	শহর	৯৮৭৮	৭৩৩৭	৭১২৫
১৯৯৫-৯৬	জাতীয়	৪৩৬৬	৪০৯৬	৪০২৬
	পল্লী	৩৬৫৮	৩৪৭৩	৩৪২৬
	শহর	৭৯৭৩	৭২৭৪	৭০৮৪

উৎসঃ খানা আয় ও ব্যয় জরিপ, ২০১৬।

সারণি ১৩.২ পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- মাথাপিছু আয়, ব্যয় ও ভোগব্যয় তিনটি অনুষঙ্গই ক্রমশ বাড়ছে।
- ১৯৯৫-৯৬ সালে জাতীয় পর্যায়ে মাসিক নামিক আয় ছিল ৪,৩৬৬ টাকা। দুই দশকের ব্যবধানে তা ৩.৬৬ গুণ বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৬ সালে হয়েছে ১৫,৯৮৮ টাকা। আয়ের পাশাপাশি ব্যয় ও ভোগব্যয়ের পরিমাণও বেড়েছে। ১৯৯৫-৯৬ সালে জাতীয় পর্যায়ে মাথাপিছু মাসিক ব্যয় ছিল ৪,০৯০ টাকা, ২০১৬ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৫,৭১৫ টাকায়। বৃদ্ধির পরিমাণ ৩.৮৪ গুন।
- অন্যদিকে, ১৯৯৫-৯৬ সালে ভোগব্যয়ের পরিমাণ জাতীয় পর্যায়ে ছিল ৪,০২৬ টাকা; ২০১৬ সালের জরিপে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ১৫,৪২০ টাকা।
- সার্বিক পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ১৯৯৫-৯৬ সাল থেকে ২০১৬ পর্যন্ত আয়ের চেয়ে ব্যয় ও ভোগব্যয় বৃদ্ধির হার তুলনামূলক বেশি।
- ২০১৬ সালে প্রথমবারের মত পল্লী অঞ্চলে আয়ের চেয়ে ব্যয় বেড়েছে।

পরিবারভিত্তিক আয় বণ্টন এবং জিনি অনুপাত

২০১৬ এবং ২০১০ সালে পরিচালিত খানা আয়-ব্যয় জরিপে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী পরিবারভিত্তিক আয় বণ্টনের শতকরা হার এবং জিনি অনুপাত সারণি ১৩.৩ এ উপস্থাপন করা হলোঃ

সারণি ১৩.৩: জাতীয় পর্যায়ে পরিবারভিত্তিক আয় বণ্টন (শতাংশ) এবং জিনি অনুপাত

পরিবার গ্রুপ	২০১৬			২০১০		
	মোট	পল্লী	শহর	মোট	পল্লী	শহর
জাতীয় পর্যায়	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০
সর্বনিম্ন ৫%	০.২৩	০.২৫	০.২৭	০.৭৮	০.৮৮	০.৭৬
ডিসাইল-১	১.০২	১.০৬	১.১৭	২.০০	২.২৩	১.৯৮
ডিসাইল -২	২.৮৩	২.৯৯	৩.০৪	৩.২২	৩.৫৩	৩.০৯
ডিসাইল -৩	৪.০৫	৪.৩৬	৪.১	৪.১০	৪.৪৯	৩.৯৫
ডিসাইল -৪	৫.১৩	৫.৫২	৫.০০	৫.০০	৫.৪৩	৫.০১
ডিসাইল -৫	৬.২৪	৬.৫৮	৬.১৫	৬.০১	৬.৪৩	৬.৩১

পরিবার গ্রুপ	২০১৬			২০১০		
	মোট	পল্লী	শহর	মোট	পল্লী	শহর
ডিসাইল -৬	৭.৪৮	৭.৮৯	৬.৮৮	৭.৩২	৭.৬৫	৭.৬৪
ডিসাইল -৭	৯.০৬	৯.৫২	৮.৪৪	৯.০৬	৯.৩১	৯.৩০
ডিসাইল -৮	১১.২৫	১১.৮০	১০.৪	১১.৫০	১১.৫০	১১.৮৭
ডিসাইল -৯	১৪.৮৬	১৫.৫১	১৩.৪৭	১৫.৯৪	১৫.৫৪	১৬.০৮
ডিসাইল -১০	৩৮.০৯	৩৪.৭৮	৪১.৩৭	৩৫.৮৫	৩৩.৮৯	৩৪.৭৭
সর্বোচ্চ ৫%	২৭.৮২	২৪.১৯	৩২.০৯	২৪.৬১	২২.৯৩	২৩.৩৯
জিনি অনুপাত	০.৪৮২	০.৪৫৪	০.৪৯৮	০.৪৫৮	০.৪৩১	০.৪৫২

উৎসঃ খানা আয় ও ব্যয় জরিপ, ২০১৬।

সারণি ১৩.৩ পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে,

- ২০১০ সালের তুলনায় ২০১৬ সালে জাতীয় পর্যায়ে আয় বণ্টন অংশে বিভিন্ন ডিসাইলভুক্ত পরিবারে হ্রাস-বৃদ্ধি উভয়টিই ঘটেছে। 'খানা-আয় ব্যয় জরিপ, ২০১৬' অনুয়ায়ী ডিসাইল ১-৫ ভুক্ত পরিবারগুলো দেশের অর্ধেক জনসংখ্যাকে প্রতিনিধিত্ব করলেও, তাদের আয় সম্মিলিতভাবে জাতীয় আয়ের ১৯.২৭ শতাংশ। অথচ, ২০১০ সালের জরিপ অনুযায়ী এই ৫টি ডিসাইলভুক্ত পরিবারে আয় ছিল জাতীয় আয়ের ২০.৩৩ শতাংশ। এতে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, নিচের ৫টি ডিসাইলভুক্ত পরিবারের মোট আয় ৬ বছরের ব্যবধানে ১.০৬ শতাংশ কমেছে।
- সর্বনিম্ন ৫ শতাংশ পরিবারের আয়ও ২০১০ সালের তুলনায় ২০১৬ সালে কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। ২০১০ সালে তাদের আয় ছিল জাতীয় আয়ের ০.৭৮ শতাংশ, ২০১৬ সালে তা হ্রাস পেয়ে ০.২৩ শতাংশ হয়েছে। অন্যদিকে, একই সময়ে সর্বোচ্চ ৫ শতাংশ পরিবারের আয় ৩.২১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। সর্বোপরি, জিনি অনুপাত ২০১০ সালের তুলনায় ২০১৬ সালে বৃদ্ধি পেয়েছে ।

পরিবারভিত্তিক ব্যয় বণ্টন (শতাংশ)

সারণি ১৩.৪ এ জাতীয় পর্যায়ে পরিবারভিত্তিক ব্যয় বণ্টন তুলে ধরা হলোঃ

সারণি ১৩.৪: জাতীয় পর্যায়ে পরিবারভিত্তিক ভোগব্যয় বণ্টন (শতাংশ)এবং জিনি অনুপাত

পরিবার গ্রুপ	২০১৬			২০১০		
	মোট	পল্লী	শহর	মোট	পল্লী	শহর
জাতীয় পর্যায়	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০
ডিসাইল-১	৩.৭	৪.০০	৩.৪৪	৩.৮৫	৪.৩৬	৩.৪০
ডিসাইল -২	৪.৯৪	৫.২৮	৪.৭৫	৫.০০	৫.৫৭	৪.৬৬
ডিসাইল -৩	৫.৮০	৬.১৪	৫.৬৭	৫.৮৪	৬.৪১	৫.৫৪
ডিসাইল -৪	৬.৬৪	৬.৯৬	৬.৫৫	৬.৬৩	৭.২২	৬.৪২
ডিসাইল -৫	৭.৫১	৭.৮১	৭.৫১	৭.৪৮	৮.০৩	৭.৩৭
ডিসাইল -৬	৮.৫৪	৮.৭৯	৮.৬০	৮.৪৮	৮.৯৭	৮.৪৮
ডিসাইল -৭	৯.৮৪	৯.৯৪	১০.০৭	৯.৭৩	১০.০১	১০.০১
ডিসাইল -৮	১১.৫৯	১১.৫৮	১১.৯১	১১.৪৯	১১.৬৩	১২.০৩
ডিসাইল -৯	১৪.৬১	১৪.১৫	১৫.২৬	১৪.৫৯	১৪.০৭	১৫.০৬
ডিসাইল -১০	২৬.৮৩	২৫.৩৫	২৬.২৩	২৬.৯০	২৩.৬৩	২৭.০৩
জিনি অনুপাত	০.৩২৪	০.৩০০	০.৩৩০	০.৩২১	০.২৭৫	০.৩৩৮

উৎসঃ খানা আয় ও ব্যয় জরিপ, ২০১৬।

সারণি ১৩.৪ বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে,

- ডিসাইল-১, ২, ও ১০ ভুক্ত পরিবারের ভোগব্যয় ২০১০ সালের তুলনায় ২০১৬ সালে কিছুটা কমেছে। অন্যান্য ডিসাইলভুক্ত পরিবারের ভোগব্যয় ২০১০ সালের চেয়ে সামান্য বৃদ্ধি পেয়েছে। হ্রাস-বৃদ্ধির এই পরিমাণ অতি অল্প।

- একই সময়ে জিনি অনুপাত সামান্য বেড়েছে (২০১০ সালে ছিল ০.৩২১%, ২০১৬ সালে বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ০.৩২৪%)
- শহর এলাকায় জিনি অনুপাত সামান্য হ্রাস পেয়েছে। এটি প্রমাণ করে যে, ভোগব্যয়ের ক্ষেত্রে ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য শহরাঞ্চলে সামান্য কমেছে।

অন্যদিকে, পল্লী এলাকায় জিনি অনুপাত কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে।

আটটি বিভাগে দারিদ্র্যের হার

মৌলিক চাহিদা ব্যয় (Cost of Basic Needs-CBN) পদ্ধতিতে দেশের আটটি প্রশাসনিক বিভাগের দারিদ্র্য হার সারণি ১৩.৫ এ তুলে ধরা হলোঃ

সারণি ১৩.৫: বিভাগীয় পর্যায়ে দারিদ্র্য হার

বিভাগ	২০১৬			২০১০		
	উচ্চ দারিদ্র্য রেখা অনুযায়ী					
	মোট	পল্লী	শহর	মোট	পল্লী	শহর
ঢাকা	১৬.০	১৯.২	১২.৫	৩০.৫	৩৮.৮	১৮.০
সিলেট	১৬.২	১৫.৬	১৯.৫	২৮.১	৩০.৫	১৫.০
চট্টগ্রাম	১৮.৪	১৯.৪	১৫.৯	২৬.২	৩১.০	১১.৮
বরিশাল	২৬.৫	২৫.৭	৩০.৪	৩৯.৪	৩৯.২	৩৯.৯
খুলনা	২৭.৫	২৭.৩	২৮.৩	৩২.১	৩১.০	৩৫.৮
রাজশাহী	২৮.৯	৩০.৬	২২.৫	২৯.৮	৩০.০	২৯.০
ময়মনসিংহ	৩২.৮	৩২.৯	৩২	-	-	-
রংপুর	৪৭.২	৪৮.২	৪১.৫	৪২.৩	৪৪.৫	২৭.৯
	নিম্ন দারিদ্র্য রেখা অনুযায়ী					
ঢাকা	৭.২	১০.৭	৩.৩	১৫.৬	২৩.৫	৩.৮
চট্টগ্রাম	৮.৭	৯.৬	৬.৫	১৩.১	১৬.২	৪.০
সিলেট	১১.৫	১১.৮	৯.৫	২০.৭	২৩.৫	৫.৫
খুলনা	১২.৪	১৩.১	১০.০	১৫.৪	১৫.২	১৬.৪
রাজশাহী	১৪.২	১৫.২	১০.৭	২১.৬	২২.৭	১৫.৬
বরিশাল	১৪.৫	১৪.৯	১২.২	২৬.৭	২৭.৩	২৪.২
ময়মনসিংহ	১৭.৬	১৮.৩	১৩.৮	-	-	-
রংপুর	৩০.৫	৩১.৩	২৬.৩	২৭.৭	২৯.৪	১৭.২

উৎসঃ খানা আয় ও ব্যয় জরিপ, ২০১৬।

সারণি ১৩.৫ বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে,

- ২০১০ সালের তুলনায় ২০১৬ সালে দেশের অন্যান্য সকল বিভাগে দারিদ্র্য হার কমলেও রংপুর বিভাগে এ হার ২.৮ শতাংশ বেড়েছে।
- ঢাকা বিভাগে দারিদ্র্য হার সবচেয়ে কম, অন্যদিকে রংপুর বিভাগে এ হার সর্বোচ্চ।
- ঢাকা বিভাগে দারিদ্র্য হ্রাসের হার সবচেয়ে বেশি (৪৭.৫৪ শতাংশ)।
- খুলনা, বরিশাল ও সিলেট বিভাগে পল্লী অঞ্চলের চেয়ে শহরাঞ্চলে দারিদ্র্য হার বেশি।
- চট্টগ্রাম ও সিলেট শহরাঞ্চলের দারিদ্র্য পরিস্থিতি ২০১০ সালের চেয়ে ২০১৬ সালে বেশি, তবে পল্লী অঞ্চলে কম।

দারিদ্র্য হ্রাসকরণের লক্ষ্যমাত্রা

২০১৬ সালের সর্বশেষ খানা আয়-ব্যয় জরিপ অনুযায়ী দেশে দারিদ্র্যের হার ২৪.৩ শতাংশ। তবে, অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ২০২৫ সালের মধ্যে উচ্চ দারিদ্র্য রেখা অনুযায়ী দারিদ্র্যের হার ১৫.৬ শতাংশ এবং নিম্ন দারিদ্র্যের রেখা ব্যবহার করে চরম দারিদ্র্য হার ৭.৪ শতাংশে নামিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

সারণি ১৩.৬ এ অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী দারিদ্র্য নিরসনের প্রক্ষেপণ দেখানো হলোঃ

সারণি ১৩.৬: অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় দারিদ্র্য হ্রাসকরণের লক্ষ্যমাত্রা

দারিদ্র্যের রেখা	২০২১	২০২২	২০২৩	২০২৪	২০২৫
মধ্যম দারিদ্র্য হ্রাসকরণ					
দারিদ্র্য স্থিতিস্থাপকতা	-	-	১.২০	১.২০	১.২০
দারিদ্র্যের উচ্চ সীমারেখা (জনসংখ্যার %)	২৩.০	২০.০	১৮.৫	১৭.০	১৫.৬
চরম দারিদ্র্য হ্রাসকরণ					
দারিদ্র্য স্থিতিস্থাপকতা	-	-	১.৪০	১.৪০	১.৪০
দারিদ্র্যের নিম্ন সীমারেখা (জনসংখ্যার %)	১২.০	১০.০	৯.১০	৮.৩০	৭.৪০

উৎসঃ সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ,পরিকল্পনা কমিশন।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) ও বাংলাদেশ

বাংলাদেশ সরকার জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জনে বদ্ধপরিকর। এসডিজির অভীষ্ট ও লক্ষ্যগুলো বাস্তবায়নে যে সব বিষয়ের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখা হচ্ছে, তা হলো এর আন্তর্জাতিকতা, সমন্বিত গতিপ্রকৃতি ও টেকসই উন্নয়নের সকল প্রকার মাত্রা অনুসরণ; বাস্তব ও জ্ঞানভিত্তিক উদ্যোগ গ্রহণ এবং সবচেয়ে দরিদ্র, সবচেয়ে ভঙ্গুর ও সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া মানুষের প্রতি সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান। এসডিজি বাস্তবায়নের পুরো প্রক্রিয়ায় সরকার সংগতিপূর্ণভাবে 'সমগ্র সমাজ' (Whole of Society) পদ্ধতি অনুসরণ করে চলেছে।

জাতিসংঘ ২০১৬-২০৩০ সাল মেয়াদে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট লক্ষ্য (এসডিজি) ঘোষণা করেছে। একে 'এজেন্ডা -২০৩০' নামেও অভিহিত করা হয়ে থাকে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কার্যকর করার প্রত্যয়ে ১৭টি অভীষ্ট লক্ষ্য (Goals) ও ১৬৯টি লক্ষ্য (Targets) এবং ২৪১টি সূচক (Indicators) নিয়ে এসডিজি ঘোষিত হয়েছে।

এসডিজি অর্জনে জিইডি বাংলাদেশ সরকারের 'ফোকাল পয়েন্ট' হিসেবে কাজ করছে। এ বিভাগ কর্তৃক স্থানীয় পর্যায়ে এসডিজি'র কর্ম-কৌশল নির্ধারণে স্থানীয়করণ সংক্রান্ত একটি কাঠামো (Framework) প্রণয়ন করা হয়েছে, যার ভিত্তিতে জিইডি উপজেলা পর্যায়ে এসডিজি স্থানীয়করণের লক্ষ্যে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে ও আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিবেচনায় ০৫টি উপজেলা চিহ্নিত করে স্থানীয়করণের পাইলটিং কার্যক্রম চলতি অর্থবছরে শুরু হবে। এসডিজি অর্জনে গৃহীত কার্যক্রমসমূহ সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নকল্পে জিইডি কর্তৃক এ পর্যন্ত এসডিজি বিষয়ক ২৮টি সমীক্ষা/প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। পাশাপাশি এসডিজি বাস্তবায়নে সরকার ও উন্নয়ন সহযোগীদের মধ্যে যথাযথ সমন্বয় নিশ্চিতকল্পে Revised Mapping of Ministries/Divisions and Custodian Agencies for SDGs Implementation: Bangladesh Perspective শীর্ষক ডকুমেন্টের খসড়া সম্প্রতি চূড়ান্ত করা হয়েছে যা শীঘ্রই প্রকাশিত হবে। বাংলাদেশে এসডিজি অর্জনের প্রতিটি লক্ষ্যের অধীনে যে অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে তা পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, বাংলাদেশ ইতোমধ্যে বেশ কিছু ক্ষেত্রে ২০২০ সালের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করেছে, কিছু সূচকের অগ্রগতি ২০২০ সালের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সঠিক পথে রয়েছে। প্রতিদিন ১.১৯ ডলারের নিচে বা জাতীয় দারিদ্র্য রেখার ভিত্তিতে পরিমাপকৃত চরম দারিদ্র্য নিরসনে বাংলাদেশের অগ্রগতি কাঙ্খিত পর্যায়ে রয়েছে। ২২ বছরের ব্যবধানে পাঁচ-বছরের নিচের শিশুর খর্বকায় অনুপাত অর্ধেক হয়েছে। ২০১৯ সালে খর্বকায় শিশুর অনুপাত দাড়িয়েছে ২৮.০ শতাংশে। যে হারে খর্বকায় শিশুর অনুপাত হ্রাস পাচ্ছে তা প্রত্যাশিত পর্যায়ে আছে । একইভাবে কৃশতা হ্রাসের অগ্রগতির হার যথাযথ আছে। ২০১৯ সালে কৃশকায় শিশুর অনুপাত ছিল ৯.৮ শতাংশ। পাঁচ-বছরের কম বয়সের শিশুমৃত্যু হার ২০১৫ সালে ছিল ৩৬ যা ২০১৯ সালে হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ২৮। পাঁচ-বছরের কম বয়সের শিশুমৃত্যু রোধে বাংলাদেশে ২০২০ সালের মাইলফলক অর্জনের পথে রয়েছে । প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল ২০০৫ সালের ৬৫ বছর থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৯ সালে ৭৩ এ উন্নীত হয়। স্বাক্ষরতার হার ২০০৬ সালের ৫৩.৭ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৯ এ ৭৫% এ উন্নীত হয়। গত এক দশকের বেশি সময় ধরে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে জেন্ডার সমতাসূচকের (জিজিআই) মান রয়েছে ১-এর বেশি। ২০১৩ থেকে প্রাক-প্রাথমিক স্তরে প্রতিবছর মোট অন্তর্ভূক্তি অনুপাত ১.৪৫ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশে ইতোমধ্যে কর্মে নিয়োজিত ব্যক্তির মাথাপিছু আয় এবং ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে মূল্য সংযোজন এ ২০২০ সালের লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম করেছে। ২০১৯ সালে কর্মে নিয়োজিত

ব্যক্তির মাথাপিছু আয় এবং ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে মূল্য সংযোজন ছিল যথাক্রমে ৫.৮৫ এবং ২৪.৮৫। এ যাবৎ প্রাপ্ত উপাত্ত অনুযায়ী, এসডিজির এই অভিষ্ট বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সঠিক পথে রয়েছে।

চলমান সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম

জনসাধারণের জীবনমান উন্নয়ন তথা দারিদ্র্য বিমোচনে সরকার সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ক জীবনচক্র পদ্ধতিকে ভিত্তি ধরে বাংলাদেশ সরকার এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। চলতি ২০২১-২২ অর্থবছরে বাজেটে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে ১,০৭,৬১৪ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে, যা মোট বাজেটের ১৭.৮৩ শতাংশ এবং জিডিপির ৩.১১ শতাংশ। জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা, অতি দরিদ্র ও দুঃস্থদের জন্য বিনামূল্যে খাদ্য বিতরণ, কাজের বিনিময়ে খাদ্য ও টেস্ট রিলিফ ছাড়াও বেশ কিছু কার্যক্রম সরকার পরিচালনা করছে। এদের মধ্যে 'আশ্রয়ণ', 'গৃহায়ন', 'ঘরে ফেরা' কর্মসূচি উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও, বয়স্ক ভাতা, দুঃস্থ মহিলা ভাতা, বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তাদের ভাতা প্রদানের মাধ্যমে সরকার দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সামাজিক নিরাপত্তা বিধানে কাজ করছে।

২০২১-২২ অর্থবছরে গৃহীত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

- বয়স্ক, দুঃস্থ মহিলা, মুক্তিযোদ্ধা, প্রতিবন্ধী, এতিম প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর জন্য বিভিন্ন ভাতা হিসেবে নগদ প্রদান ও খাদ্য নিরাপত্তা কার্যক্রমের পরিধি ও বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে।
- বয়স্ক ভাতা খাতে ৩,৪৪৪.৫৪ কোটি টাকা, বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলাদের জন্য ১,৪৯৫.৪০ কোটি টাকা এবং মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা বাবদ ৪,৬৫৩.৩৫ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।
- পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) ও সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (এসডিএফ) এর কাছে ন্যস্ত ক্ষুদ্রঋণ ও বিনিয়োগ তহবিলসমূহের সঞ্চালন গতি বৃদ্ধির চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। এ খাতে চলতি অর্থবছরে মোট ১,১৭৬.৮২ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এর মধ্যে পিকেএসএফ এর আর্থিক পরিসেবা কর্মসূচি বাবদ ৯০০.০০ কোটি টাকা, এসডিএফএর ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি বাবদ ২১০.০০ কোটি টাকা এবং মহিলাদের আত্ম-কর্মসংস্থান ক্ষুদ্রঋণ বাবদ ৬.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।
- পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, সমাজকল্যাণ অধিদপ্তর, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বিসিক প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের কাছে বিদ্যমান ঘূর্ণায়মান ক্ষুদ্রঋণ তহবিলসমূহের সঞ্চালন ও প্রচলন গতি বৃদ্ধির জন্য উদ্যোগ অব্যাহত রয়েছে।

উপরি-উক্ত উদ্যোগসহ আরও কিছু কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সামাজিক নিরাপত্তা ও সামাজিক ক্ষমতায়ন খাতে ২০২০-২১ ও ২০২১-২২ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দ সারণি ১৩.৭ এ উপস্থাপন করা হলোঃ

সারণি ১৩.৭: সামাজিক নিরাপত্তা ও সামাজিক ক্ষমতায়ন খাত

(কোটি টাকা)

কার্যক্রম	২০২০-২১ (সংশোধিত)	২০২১-২২ (মূল বাজেট)
নগদ প্রদান (বিভিন্ন ভাতা)	৩৩১৯১.১৫	৩৯৬৩৭.৩০
খাদ্য নিরাপত্তা ও কর্মসংস্থানমূলক কর্মসূচি	১৪৮২২.৪৮	১৫০৫৯.৭২
উপবৃত্তি কার্যক্রম	৬৭৬১.৬৪	৪২৭২.৯৮
নগদ/উপকরণ হস্তান্তর (বিশেষ কার্যক্রম)	১৩৪৯৪.৭০	২০১৮২.১৯
ঋণ সহায়তা কার্যক্রম	৯২৮৬.৮২	১১৭৬.৮২
বিশেষ জনগোষ্ঠীর জন্য সহায়তা	৫৫৮.১৪	৫৯২.০৭
বিবিধ তহবিল ও কার্যক্রম	১৮৩৩.৩৩	১২৯০৪.৬২
চলমান উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচি	১২৪৫২.৩৭	১০৩৬৩.৬৬
নতুন প্রকল্প/কর্মসূচি	৩২৮২.৩০	৩৪২৪.৩৩
মোট	**৯৫৬৮৩**	**১০৭৬১৪**

উৎসঃ অর্থ বিভাগ।

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির আওতায় নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান কার্যক্রম

সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমের আওতায় খাদ্য সহায়তা, কাজের বিনিময়ে খাদ্য, খোলা বাজারে পণ্য বিক্রিসহ নানাবিধ কর্মসূচির পাশাপাশি সরকার নগদ অর্থ সহায়তাও প্রদান করে থাকে। ২০২১-২২ অর্থবছরের বাজেটে নগদ প্রদানসহ (বিভিন্ন ভাতা) কার্যক্রমে ৩৯,৬৩৭.৩০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির আওতায় নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ কিছু কর্মকাণ্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিচে উপস্থাপন করা হলোঃ

বয়স্ক ভাতা কর্মসূচিঃ ১৯৯৭-৯৮ অর্থবছর হতে এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন শুরু করা হয়। শুরুতে প্রতি ওয়ার্ডের ৫ জন পুরুষ ও ৫ জন মহিলাকে প্রতিমাসে ১০০ টাকা হারে ভাতা প্রদান করা হয়। পর্যায়ক্রমে ভাতাভোগীর সংখ্যা ও ভাতার পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়েছে। সমাজের দরিদ্র ও ঝুঁকিপূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তি যাদের বয়স পুরুষের ক্ষেত্রে ৬৫ বছর বা তদুর্দ্ধ এবং মহিলাদের ক্ষেত্রে ৬২ বছর বা তদুর্ধ তারা এ কর্মসূচির আওতায় আসতে পারেন। ২০২১-২২ অর্থবছরে ভাতাভোগীর সংখ্যা ৪৯ লক্ষ জন হতে বৃদ্ধি করে ৫৭.০১ লক্ষ জনে উন্নীত করা হয়েছে, যারা প্রত্যেকে মাসিক ৫০০ টাকা হারে ভাতা পাচ্ছেন।

বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলা ভাতা কার্যক্রমঃ দরিদ্র, ঝুঁকিপূর্ণ ও অনগ্রসর নারীর সামাজিক সুরক্ষা ও তাদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার ১৯৯৮-৯৯ অর্থবছরে 'বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা' কর্মসূচি চালু করে। শুরুতে এ কর্মসূচির আওতায় ৪.০৩ লক্ষ জন নারী মাসিক ১০০ টাকা হারে ভাতা পেতেন। ২০২১-২২ অর্থবছরে ভাতাভোগীর সংখ্যা ২০.৫০ লক্ষ জন হতে বৃদ্ধি করে ২৪.৭৫ লক্ষ জনে উন্নীত করা হয়েছে, যারা প্রত্যেকে মাসিক ৫০০ টাকা হারে ভাতা পাচ্ছেন।

দরিদ্র মায়েদের মাতৃত্বকালীন ভাতাঃ ২০০৭-০৮ অর্থবছরে প্রথমবারের মত মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রদান চালু করা হয়। এর আওতায় মূলত পল্লী এলাকার দরিদ্র মায়েদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে। এ কার্যক্রমের আওতায় দরিদ্র গর্ভবতী মহিলাদের ভাতা প্রদানের পাশাপাশি স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়ে থাকে। আগে মাসিক ৫০০ টাকা হারে এ ভাতা প্রদান করা হতো। বর্তমানে দরিদ্র মায়েদের মাতৃত্বকালীন মাসিক ভাতা ৮০০ টাকা করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে ভাতাভোগীর সংখ্যা ৭.৭০ লক্ষ জন করা হয়েছে।

কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা তহবিলঃ ২০১০-১১ অর্থবছর থেকে এ কার্যক্রম শুরু হয়। এই কর্মসূচি'র আওতায় শহর অঞ্চলে নিম্ন আয়ের কর্মজীবী মা ও তাদের শিশু সন্তানের স্বাস্থ্য সচেতনতা ও পুষ্টিমান বৃদ্ধিকরণ এবং আর্থিক সহযোগিতার মাধ্যমে আর্থ-সামাজিকভাবে স্বাবলম্বী করে উন্নয়নের মূলস্রোত ধারায় সম্পৃক্তকরণের লক্ষ্যে কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। কর্মসূচির আওতায় ভাতা প্রদান ও সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে উপকারভোগীগণ মাতৃমৃত্যু ঝুঁকি এড়াতে এবং পুষ্টি ঘাটতি মিটাতে অনেকাংশে সক্ষম হয়েছে। এ কর্মসূচি'র আওতায় ২০২১-২২ অর্থ-বছর পর্যন্ত মোট ৭,৫৮,৪০২ জন উপকারভোগীকে ভাতা প্রদান ও সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতাঃ মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতাঃ জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে সরকার নিরলসভাবে কাজ করছে। বর্তমানে বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ মাসিক ২০,০০০ টাকা করে সম্মানি পাচ্ছেন। এছাড়া, ১০,০০০ টাকা হারে বছরে ২টি উৎসব ভাতাও দেয়া হচ্ছে। খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানি ভাতাসহ ১০,০০০ টাকা হারে বছরে ২টি উৎসব ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। বর্তমানে বীরশ্রেষ্ঠদের ৩৫,০০০ টাকা, বীর উত্তমদের ২৫,০০০ টাকা এবং বীর বিক্রম ও বীর প্রতীকদের ২০,০০০ টাকা হারে মাসিক সম্মানি প্রদান করা হয়। ২০১৮-১৯ অর্থবছর হতে জীবিত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জনপ্রতি ৫,০০০ টাকা হারে মহান বিজয় দিবস ভাতা এবং সকল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের ২,০০০ টাকা হারে বাংলা নববর্ষ ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে সম্মানি ভাতা ও উৎসব ভাতা বাবদ ৫,২৪৮.৪৪ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। বর্তমানে দেশের সকল জেলায় ১,৭৮,৬৫৫ জন বীর মুক্তিযোদ্ধাকে **G2P** পদ্ধতিতে সম্মানি ভাতা প্রদান করা হচ্ছে।

শহীদ পরিবার ও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা ও সম্মানী ভাতাঃ মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের পরিবারবর্গ ও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণেও সরকার কাজ করছে। শহীদ পরিবার ও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা ও সম্মানী ভাতার জন্যে পৃথক কর্মসূচি চালু করা হয়েছে। এ কর্মসূচির আওতায় ২০২১-২২ অর্থবছরে ৪৫৫.৭৬ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। কর্মসূচিটি মুক্তিযোদ্ধাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং সুস্বাস্থ্য রক্ষায় ভূমিকা রাখছে।

মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদের জন্য প্রশিক্ষণ এবং আত্মকর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচিঃ মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদের আত্মনির্ভরশীল করার লক্ষ্যে বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদানের উদ্দেশ্যে এ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। প্রশিক্ষিতদের আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করা হয়। এ কর্মসূচির অনুকূলে ২০০৩-০৪ অর্থবছর থেকে ২০২০-২১ অর্থবছর পর্যন্ত ঘূর্ণায়মান তহবিল হিসেবে ৩৯.৭৫ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে এ কর্মসূচির জন্য ২ কোটি টাকা বরাদ্দ আছে। চলতি ২০২১-২২ অর্থবছরে ৭.৫০ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ এবং ১০ কোটি টাকা ঋণ আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

অস্বচ্ছল প্রতিবন্ধীদের জন্য ভাতাঃ ২০০৫-০৬ অর্থবছরে চালু করা হয় অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা কর্মসূচি। এ কর্মসুচির আওতায় শুরুতে ১,০৪,১৬৬ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে মাসিক ২০০ টাকা হারে ভাতা প্রদান করা হয়। ২০২১-২২ অর্থবছরে ভাতাভোগীর সংখ্যা ১৮ লক্ষ জন হতে বৃদ্ধি করে ২০.০৮ লক্ষ জনে উন্নীত করা হয়েছে, যারা প্রত্যেকে মাসিক ৭৫০ টাকা হারে ভাতা পাচ্ছেন।

প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তিঃ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ২০০৭-০৮ অর্থবছরে 'প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি কর্মসূচি' চালু করে। শুরুতে এ কর্মসূচির আওতায় উপকারভোগীর সংখ্যা ছিল ১২,২০৯ জন। ২০২০-২১ অর্থবছরে এ কর্মসূচির আওতায় প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক ও উচ্চতর স্তরে যথাক্রমে মাসিক ৭৫০ টাকা, ৮০০ টাকা, ৯০০ টাকা ও ১,৩০০ টাকা হারে উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে উপবৃত্তি গ্রহণকারীর সংখ্যা ৯০ হাজার জন হতে বৃদ্ধি করে ১ লক্ষ জনে উন্নীত করা হয়েছে।

বেসরকারি এতিমখানার ক্যাপিটেশন গ্র্যান্টঃ সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক নিবন্ধীকৃত বেসরকারি এতিমখানায় ন্যূনতম ১০ জন এতিম অবস্থানকৃত প্রতিষ্ঠানে সর্বোচ্চ ৫০ শতাংশ এতিমের লালন পালনের জন্য ক্যাপিটেশন গ্রান্ট প্রদান করা হয়। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে মোট ২৫৪.৪০ লক্ষ টাকা বাজেট বরাদ্দ হতে ৪,০৩৪টি বেসরকারি এতিমখানায় ১,০০০০৬ লক্ষ জন নিবাসীকে ভরণপোষণের জন্য জনপ্রতি ২,০০০ টাকা হিসেবে (জুলাই ২০২১ থেকে ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত) ১২৭.২০ কোটি টাকা অনুদান (ক্যাপিটেশন গ্রান্ট) প্রদান করা হয়েছে।

বেদে জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচিঃ ২০১২-১৩ অর্থবছরে পাইলট হিসেবে দেশের ৭টি জেলা যথাক্রমে ঢাকা, চট্টগ্রাম, দিনাজপুর, পটুয়াখালী, যশোর, নওগাঁ ও হবিগঞ্জ জেলায় এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়। বর্তমানে কর্মসূচি সম্প্রসারণ করে মোট ৬৪ জেলায় এ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ৯.২৩ লক্ষ টাকা এবং উপকারভোগীদের সংখ্যা ৯,৫৬৪ জন।

অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি: ২০১৯-২০ অর্থবছরে এ কর্মসূচি পৃথক হয়ে 'অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি' নামে স্বতন্ত্র কর্মসূচি হিসেবে পরিচালিত হচ্ছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে অনগ্রসর উপকারভোগীর বয়স্ক/বিশেষ ভাতাভোগী ৪৫,২৫০ জন, ৪টি স্তরে শিক্ষা উপবৃত্তি গ্রহণকারী ২১,৯০৩ জন, আর্থ-সামাজিক প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী ২০০০ জনসহ মোট উপকারভোগীর সংখ্যা ৬৯,১৫৩ জন। ২০২১-২২ অর্থবছরে বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ৫৭.৮৭ কোটি টাকা।

হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কার্যক্রমঃ হিজড়াদের সার্বিক উন্নয়নে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে ২০১২-১৩ অর্থবছরে প্রথমবারের মত ৭টি জেলায় এ কার্যক্রম চালু করা হয়। বর্তমানে দেশের সকল জেলায় এ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে ৩,৮২৫ জন হিজড়াকে সহায়তার লক্ষ্যে ৫.৫৬ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

খাদ্য সাহায্য কর্মসূচির আওতায় চলমান বিভিন্ন কর্মসূচির অগ্রগতিঃ

খাদ্যবান্ধব কর্মসূচিঃ ২০১৬ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ব্র্যান্ডিং 'খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি' চালু করা হয়। এ কর্মসূচিতে ইউনিয়ন পর্যায়ে বসবাসরত ৫০ লাখ হত দরিদ্র পরিবারকে (বিধবা, বয়স্কা, পরিবার প্রধান নারী, নিম্ন আয়ের দুঃস্থ পরিবার প্রধানকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে) তালিকাভুক্ত করা হয়। প্রতি বছর কর্মাভাবকালীন ৫ মাস ১০ টাকা কেজি দরে এ কর্মসূচির তালিকাভুক্ত পরিবার প্রতি মাসে ৩০ কেজি চাল বিতরণ করা হয়। চলতি ২০২১-২২ অর্থবছরে (১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২২) পর্যন্ত এ কর্মসূচিতে ৪.৫০ লাখ মে.টন চাল বিতরণ করা হয়েছে।

ওএমএস কর্মসূচিঃ নিম্ন আয়ের মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার খোলা বাজারে বিক্রয় (ওএমএস) কর্মসূচি চালু করে। এ কর্মসূচির আওতায় বিশেষ ভর্তুকির মাধ্যমে বাজার মূল্যের চেয়ে কম দামে খাদ্য সামগ্রী (চাল ও আটা) বিক্রয় করা হয়। চলতি ২০২১-২২ অর্থবছরে (১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ পর্যন্ত) এ কর্মসূচিতে ২.৯৮ লাখ মে.টন চাল ও ২.৮৩ লাখ মে.টন আটা বিতরণ করা হয়েছে।

পুষ্টিচাল বিতরণঃ বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির সহায়তায় ২০১৪ সালের প্রথমার্ধ থেকে দু:স্থ জনগোষ্ঠী উন্নয়ন (ভিজিডি) কর্মসূচিতে তিনটি জেলার ৫টি উপজেলায় উপকারভোগীদের মধ্যে পুষ্টিচাল বিতরণের কাজ ধাপে ধাপে প্রচলন করা হয়। স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষ্যে ২০২১ সালে ভিজিডি কর্মসূচিতে আরও নতুন ৭০টি উপজেলাসহ সর্বমোট ১৭০টি উপজেলায় পুষ্টিচাল বিতরণ করা হয়েছে। বর্তমানে ১৭০টি উপজেলায় পুষ্টিচাল বিতরণ কার্যক্রম চলমান আছে। আগামী

২০২২-২৩ অর্থবছরে আরও নতুন ৮১টি উপজেলায় পুষ্টিচাল বিতরণ কার্যক্রম সম্প্রসারণ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

এছাড়া, দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠির পুষ্টি চাহিদা পূরণে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচিতে ভিটামিন এ, বি১, বি১২, ফলিক এসিড, আয়রণ ও জিংক সমৃদ্ধ পুষ্টিচালও বিতরণ করা হচ্ছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে কুড়িগ্রাম সদর ও ফুলবাড়ী উপজেলায় পাইলট প্রকল্প হিসেবে পুষ্টিচাল বিতরণ কার্যক্রম শুরু করা হয়। স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষ্যে ২০২১ সালে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচিতে আরোও নতুন ৫০টি উপজেলাসহ সর্বমোট ১৫০টি উপজেলায় পুষ্টিচাল বিতরণ করা হয়েছে। আগামী মার্চ,২০২২ হতে নতুন ১০১ টি উপজেলাসহ সর্বমোট ২৫১টি উপজেলায় খাদ্যবান্ধব কর্মসূচিতে পুষ্টিচাল বিতরণ করা হবে।

কাজের বিনিময়ে খাদ্য (কাবিখা) ও কাজের বিনিময়ে টাকা (কাবিটা) কর্মসূচিঃ গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা-কাবিটা) কর্মসূচির আওতায় ২০২১-২০২২ অর্থবছরে কাবিটা (কাজের বিনিময়ে টাকা) বাজেটে মোট ১৫০০ কোটি টাকা এবং কাবিখা (কাজের বিনিময়ে খাদ্য) বাজেটে মোট ১ লক্ষ টন চাল ও ১ লক্ষ টন গম বাজেট বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

ভিজিএফঃ সাধারণত দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে দরিদ্র মানুষের জীবিকা পুনর্বহাল না হওয়া পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসমূহকে এই সহায়তা প্রদান করা হয়। প্রতি পরিবারকে মাসিক ২০-৪০ কেজি করে ২ থেকে ৫ মাস পর্যন্ত এ সহায়তা দেয়া হয়। বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসবে দরিদ্র জনগণও ভিজিএফ সহায়তা পান। ২০২১-২২ অর্থ বছরে ১,০০,১৭৬.৫১ মেঃ টন খাদ্যশস্য ১,০০,১৭,৫৫১টি পরিবারের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে।

টি আরঃ এই কর্মসূচির আওতায় ২০২১-২২ অর্থবছরে বাজেটে ১,৪৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। এর মধ্যে হতে ১ম পর্যায়ে মোট ২৭৮ কোটি টাকা এবং ২য় পর্যায়ে ৫৫৬ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

জরুরী মানবিক সহায়তা কার্যক্রম (জিআর, কম্বল, ঢেউটিন, শুকনা খাবার ও খেজুর): দুঃস্থ ও অসহায় পরিবারের সদস্যদের ঘর নির্মাণের জন্য এই কর্মসূচির আওতায় ২০২১-২২ অর্থ বছরে ৩,৯৮৫ বান্ডিল ঢেউটিন ও গৃহ বাবদ মঞ্জুরী হিসেবে ১১.৯৫ কোটি টাকা এবং শীর্তার্থ দুঃস্থ জনগণের শীত নিবারণের জন্য ৫ কোটি টাকার কম্বল ক্রয়ের জন্য বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। জিআর (চাল) কর্মসূচির আওতায় ২০২১-২২ অর্থ বছরে ৭১,৪৯০ মেঃ টন চাল এবং জিআর (নগদ অর্থ) কর্মসূচির আওতায় ১৩১.৫২ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে। ১,২২,০৮১ প্যাকেট শুকনা খাবার, শিশু খাদ্যের জন্য ১০ কোটি টাকা এবং গো খাদ্যের জন্য ৯.৯৭ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচিঃ এ কর্মসূচি প্রথম ২০০৮-২০০৯ অর্থ বছরে ১০০ দিনের কর্মসৃজন হিসেবে আরম্ভ হয়। পরবর্তীতে ২০০৯-১০ অর্থ বছর হতে পল্লী অঞ্চলে অতিদরিদ্র ও কর্মক্ষম বেকার জনগোষ্ঠীকে প্রাধান্য দিয়ে সারাদেশে এ কার্যক্রম আরম্ভ হয়। এ কর্মসূচির উদ্দেশ্য হলো (ক) বাংলাদেশের অতি দরিদ্র বেকার জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মসংস্থান ও ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি (খ) সার্বিকভাবে জনগোষ্ঠী ও দেশের জন্য সম্পদ সৃষ্টি করা এবং (গ) গ্রামীণ এলাকায় ক্ষুদ্র পরিসরে অবকাঠামো ও যোগাযোগ উন্নয়ন, যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিবেশ উন্নয়ন। বর্তমান ২০২১-২২ অর্থ বছরে ১৬৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ পাওয়া গিয়েছে। এর মধ্যে ১ম পর্যায়ে ৮১৭.৩১ কোটি টাকা মাঠ পর্যায়ে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় চলমান কর্মসূচি/প্রকল্প

২০২১-২২ অর্থবছরে দারিদ্র্য বিমোচন তথা সামাজিক ক্ষমতায়ন খাতে মোট ৫২টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এর মধ্যে ৩৫টি চলমান প্রকল্প এবং অবশিষ্ট ১৭টি প্রকল্প নতুন করে সংযোজন করা হয়েছে। এসব প্রকল্পের অনুকূলে মোট ১৩,৭৮৭.৯৯ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতাভুক্ত কয়েকটি প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে বর্ণনা করা হলো:

আশ্রয়ণ-২ (দারিদ্র্য বিমোচন ও পুনর্বাসন) প্রকল্প

ভূমিহীন, গৃহহীন ও ছিন্নমূল পরিবারগুলোকে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে গ্রহণ করা হয় আশ্রয়ণ প্রকল্প। এ প্রকল্পের মাধ্যমে সারাদেশে এ পর্যন্ত ২,১৭২টি প্রকল্প গ্রাম তৈরীপূর্বক ১,৬৮,০৪৮টি পরিবার পুনর্বাসন করা হয়েছে, নিজ জমিতে গৃহ নির্মাণের মাধ্যমে ১,৫৩,৮৫৩টি পরিবারকে গৃহ নির্মাণ করে দেয়া হয়েছে এবং বিশেষ ডিজাইন (তিন পার্বত্য জেলা ও বরগুনাতে টং ঘর) এর ৬০০টি গৃহ নির্মাণপূর্বক পুনর্বাসন করা হয়েছে। এছাড়া, মুজিববর্ষ উপলক্ষে ২ শতাংশ খাস জমি বন্দোবস্ত প্রদানপূর্বক দুই-কক্ষ বিশিষ্ট সেমিপাকা একক গৃহনির্মাণের মাধ্যমে ৬১,৬৫৭টি পরিবারকে গৃহ প্রদানের লক্ষ্যে গৃহ নির্মাণের বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। ইতোমধ্যে অধিকাংশ গৃহের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

এছাড়া, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মুজিববর্ষের উপহার হিসেবে খুরুশকুল বিশেষ আশ্রয়ণ প্রকল্পে ১ম পর্যায়ে নির্মিত ১৯টি বহুতল ভবনে ৬৪০টি জলবায়ু উদ্বাস্তু পরিবারকে ১টি করে ফ্ল্যাট প্রদান করেন। খুরুশকুল বিশেষ আশ্রয়ণ প্রকল্পে ২য়

পর্যায়ে ১১৯টি বহুতল ভবন নির্মাণ করে ৩,৭৬৯টি পরিবার পুনর্বাসন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ভবিষ্যত পরিকল্পনা অনুযায়ী মুজিববর্ষে বাংলাদেশের একজন মানুষও গৃহহীন থাকবে না মর্মে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সারাদেশের ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবারের তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে পর্যায়ক্রমে দেশের সকল ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবারকে গৃহ প্রদান করা হবে।

গৃহায়ন তহবিল

গ্রামীণ দরিদ্র মানুষের বাসস্থান নিশ্চিতকরণ তথা দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে ১৯৯৭-৯৮ অর্থবছরে গৃহায়ন তহবিল গঠন করা হয়। গৃহায়ন ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়নকারী সংস্থা এ তহবিল হতে মাত্র ১.৫ শতাংশ সরল সুদে ঋণ গ্রহণ এবং ৫.৫০ শতাংশ সরল সুদে সর্বোচ্চ ৭ বছর মেয়াদে সুবিধাভোগীদের গৃহ নির্মাণ ঋণ বিতরণ করে থাকে। বর্তমানে গৃহপ্রতি ১,৩০,০০০ টাকা ঋণের সিলিংয়ে দেশব্যাপী ৬১৬টি সংস্থার মাধ্যমে গৃহায়ন ঋণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সংস্থাগুলোর অনুকূলে ফেব্রুয়ারি, ২০২২ পর্যন্ত ৪১৬.০০ কোটি টাকা ঋণ বিতরণের মাধ্যমে ৮৯,৯০০টি গৃহের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে, পরিবার প্রতি গড়ে ৫ জন সদস্য হিসেবে যার উপকারভোগীর সংখ্যা ৪,৪৯,৫০০ জন। গৃহ নির্মাণ কার্যক্রম ছাড়াও গার্মেন্টসে কর্মরত দরিদ্র মহিলা শ্রমিকদের আবাসনের জন্য গৃহায়ন তহবিলের অর্থায়নে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে ২৪.৬১ কোটি টাকা ব্যয়ে ঢাকা জেলাধীন সাভারের আশুলিয়ায় ৭৪৪ জন মহিলা গার্মেন্টস শ্রমিকের আবাসনের লক্ষ্যে ১২ তলা বিশিষ্ট একটি মহিলা হোস্টেল নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া বেপজার আওতাধীন মোংলা ইপিজেডস্থ শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহে কর্মরত মহিলা শ্রমিকদের আবাসনের জন্য ২৬.২৭ কোটি টাকায় হোস্টেল নির্মাণকাজ শেষ হয়েছে। উক্ত হোস্টেলটিতে ১,০০৮ জন মহিলা শ্রমিককের আবাসনের সুযোগ সৃষ্ট হয়েছে। এছাড়া, শহরের বস্তিবাসী/ছিন্নমুল পরিবারকে তার নিজ এলাকায় পুর্নবাসনের জন্য বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক কর্তৃক 'ঘরে ফেরা' কর্মসূচির অনুকূলে ১৯১টি গৃহ নির্মাণ করা হয়েছে। ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের পাশাপাশি বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মাঝে ২৯.৯২ কোটি টাকা অনুদান হিসেবে বিতরণ করা হয়েছে।

দারিদ্র্য বিমোচনে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের কার্যক্রম

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ও 'জাতীয় পল্লী উন্নয়ন নীতি ২০০১' এর দিক নির্দেশনা অনুযায়ী একটি স্বল্প ও মধ্যমেয়াদি কর্ম - পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের দারিদ্র্য বিমোচন তথা সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ক কয়েকটি প্রকল্পের এবং বিভাগের অধিভুক্ত কয়েকটি সংস্থা ও ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম সংক্ষিপ্তভাবে নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি)-৩য় পর্যায়

দেশের দারিদ্র্য পীড়িত এলাকার দারিদ্র্য হ্রাস ও গ্রামীণ মানুষের জীবনমান উন্নয়ন এবং গ্রামকে উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের মেয়াদকালীন সময়ের মধ্যে (জানুয়ারি, ২০১৮ হতে ডিসেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত) মোট ৬,৬৮,২৩০ জন সমবায়ীকে (নারী-পুরুষ উভয়) বিভিন্ন মেয়াদে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। প্রকল্পটির সাংগঠনিক ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা যথাক্রমে: সমিতি গঠন ১০,০৩৫ টি ও সদস্য অন্তর্ভুক্তি ১৪,৫০,০০০ জন। ফেব্রুয়ারি, ২০২২ পর্যন্ত ৮,৮৩৬ টি সমিতি গঠন এবং ৮,৮৮,৩৮১ জন সদস্য অন্তর্ভুক্ত করে ৩,৬৮,৯৫৬ জনকে বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

সমবায় অধিদপ্তর

দারিদ্র্য বিমোচন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশ্বব্যাপি একটি পরীক্ষিত ও স্বীকৃত মাধ্যম হচ্ছে সমবায়। বর্তমানে সারা দেশে মোট নিবন্ধিত সমবায় সমিতির সংখ্যা ১,৯৭,০৬৫টি। তন্মধ্যে প্রাথমিক সমবায় সমিতির সংখ্যা ১,৯৫,৮৩৫টি, কেন্দ্রীয় সমিতির সংখ্যা ১,২০৮টি এবং জাতীয় সমিতির সংখ্যা ২২টি। সমবায় সমিতিগুলোর সর্বমোট ব্যক্তি সদস্য সংখ্যা ১,১৭,৪২,৬৭৪ জন, পরিশোধিত শেয়ার মূলধনের পরিমাণ প্রায় ১,৯৪৮.৫৭ কোটি টাকা, সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ প্রায় ৮৯৫৭.১২ কোটি টাকা এবং কার্যকরী মূলধনের পরিমাণ প্রায় ১৫২৯৪.৮৮ কোটি টাকা। সমবায় সমিতির সদস্যদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধানের লক্ষ্যে সরকারি খাতের পাশাপাশি বেসরকারি খাতে বীমা ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য 'বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ ইন্স্যুরেন্স লিঃ' প্রতিষ্ঠা করা হয়। বর্তমানে এ সমিতির সদস্য সংখ্যা ৫০১টি। বাংলাদেশে সমবায় কর্মকাণ্ডকে ফলপ্রসূ ও গতিশীল করার জন্য সমবায় অধিদপ্তরের উদ্যোগে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে 'বঙ্গবন্ধুর গণমুখী সমবায় ভাবনার আলোকে বঙ্গবন্ধু মডেল গ্রাম প্রতিষ্ঠা' প্রকল্প এবং 'দুগ্ধ ও মাংস উৎপাদনের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে যশোর ও মেহেরপুর জেলায় সমবায়ের কার্যক্রম বিস্তৃতকরণ' শীর্ষক প্রকল্প দু'টি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)

গ্রামীণ অর্থনীতি উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ বর্তমান সরকারের একটি অন্যতম অঙ্গীকার। এ লক্ষ্য অর্জনে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) কাজ করে যাচ্ছে। বিআরডিবি এ পর্যন্ত ১১৮টি প্রকল্প/কর্মসূচি সারাদেশে সাফল্যের সাথে বাস্তবায়ন করছে। বর্তমানে দারিদ্র্য বিমোচনমূলক ও অন্যান্য কর্মকান্ড ভিত্তিক এডিপিভুক্ত ৭টি প্রকল্প/কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। বিআরডিবির বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প/কর্মসূচিগুলো হচ্ছেঃ ক) উত্তরাঞ্চলের দরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি (উদকনিক)-২য় পর্যায়; খ) অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (পিআরডিপি-৩); গ) গাইবান্ধা সমন্বিত পল্লী দারিদ্র দূরীকরণ প্রকল্প ঘ) দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পুষ্টি সমৃদ্ধ উচ্চ মূল্যের অপ্রধান শস্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচি ঙ) পল্লী জীবিকায়ন কর্মসূচি (পজীক)-৩য় পর্যায়; চ) দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা কর্মসূচি (ইরেসপো) ২য় পর্যায়; এবং ছ) সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি) (বিআরডিবি'র অংশ)। এছাড়া, বিআরডিবির নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় দারিদ্র্য বিমোচন, নারীর ক্ষমতায়ন, ঋণ কার্যক্রমসহ ৭টি কর্মসূচি চলমান আছে। ফেব্রুয়ারি, ২০২২ পর্যন্ত বিআরডিবি ক্রমপুঞ্জিতভাবে মোট ২০,০৫৯.১৩ কোটি টাকা ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করেছে। বর্ণিত সময় পর্যন্ত ১৮,২৩২.০৫ কোটি টাকা ঋণ আদায় করেছে।

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড), কুমিল্লা

বার্ড পল্লী অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট জনপ্রতিনিধি, সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তা ও উন্নয়ন কর্মীদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদানসহ গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনা করছে। বার্ড তাঁর প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে ফেব্রুয়ারি, ২০২২ পর্যন্ত ৮,৭৭৪ টি প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেছে যার মাধ্যমে ২,৯৮,৮৮৫ জন প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। এছাড়া, ১৯৫৯ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে ফেব্রুয়ারি, ২০২২ পর্যন্ত বার্ড ৭৩৭টি গবেষণা পরিচালনা করেছে। সংস্থাটি বর্তমানে দারিদ্র্য বিমোচন, ক্ষুদ্রঋণ, নারী শিক্ষা, পুষ্টি উন্নয়ন, কৃষি উন্নয়ন ও প্রযুক্তি হস্তান্তর বিষয়ে ১৪টি প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (আরডিএ), বগুড়া

১৯৭৪ সালে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া প্রতিষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদান, গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনা এবং পরামর্শ সেবা প্রদান প্রতিষ্ঠানটির মূল কাজ। একাডেমির প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে আধুনিক প্রযুক্তি হস্তান্তর, দক্ষতা বৃদ্ধি ও মানবসম্পদ উন্নয়ন। প্রতিষ্ঠার পর থেকে ফেব্রুয়ারি, ২০২২ পর্যন্ত ৫,৮২,২৯৯ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, মার্চ, ২০২১ থেকে ফেব্রুয়ারি, ২০২২ পর্যন্ত আরডিএ-তে মোট ১৫টি গবেষণা কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। শুরু থেকে এ পর্যন্ত মোট ৫২৮টি গবেষণা ও ৪৪টি প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প সম্পন্ন করেছে এবং ৬টি প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে। এছাড়া, আরডিএ ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং গাজীপুর এর যৌথ উদ্যোগে বাংলাদেশে প্রথমবারের মত 'পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা-ইন-রুরাল ডেভেলপমেন্ট' কোর্স চালু করা হয়েছে। ২০২১ সাল পর্যন্ত মোট ৯৮ জন এই ডিগ্রী অর্জন করে স্বাবলম্বী হয়েছেন।

পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)

পিডিবিএফ ৫৫টি জেলায় ৩৫৭টি উপজেলার ৪০৩টি কার্যালয়ের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডের মাধ্যমে অত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি ও অর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ঋণের সুফলভোগী সদস্যেদের ক্রমপুঞ্জিত ১৭,২৪৬ কোটি টাকা ঋণ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। পিডিবিএফ-এর কার্যক্রমের ফলে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় ২৫ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে যার ফলে প্রায় ৮০ লক্ষ লোক উপকৃত হয়েছে। এর সুফলভোগী সদস্যগণের মধ্যে প্রায় ৯৭ ভাগ মহিলা। এছাড়াও, নভেল করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) পরিস্থিতিতে পল্লী এলাকার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতকে লক্ষ্য করে গ্রামীণ ঋণ এলাকায় ঋণ দান কার্যক্রম সম্প্রসারণের নিমিত্ত সরকার ঘোষিত আর্থিক প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় ৯৪১৭ জন সুফলভোগীকে ১৮৬.২৩ কোটি টাকা প্রণোদনা ঋণ প্রদান করা হয়েছে।

ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসএফডিএফ)

২০০৫ সালে প্রতিষ্ঠানটি যাত্রা শুরু করে এবং ফেব্রুয়ারি, ২০০৭ হতে শুরু হয়ে বর্তমানে ৩৬টি জেলার ১৭৩টি উপজেলায় পরিচালিত হচ্ছে। ফাউন্ডেশনের আওতায় প্রকল্পসহ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ পর্যন্ত সময়ে গ্রাম পর্যায়ে ৯,০৬৭ টি কেন্দ্র গঠনের মাধ্যমে ২,৩৩,৭৭৯ জন পুরুষ/ মহিলাকে সদস্যভুক্ত করা হয়। এ সকল সদস্যকে তাঁদের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, আত্ন-কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমে এ যাবত

ক্রমপুঞ্জিতভাবে মোট ১,৭৯.৩৭ কোটি টাকা জামানতবিহীন ক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ বিতরণ করা হয়। একই সময় পর্যন্ত সাপ্তাহিক কিস্তির মাধ্যমে মোট ১৫৭.১৫ কোটি টাকা ঋণ আদায় করা হয়। আদায়যোগ্য ঋণ আদায়ের হার শতকরা ৯৬.৪০ ভাগ। সদস্যগণ ঋণ বিনিয়োগের আয় থেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় জমার মাধ্যমে এ যাবত মোট ১২,০৬৩ কোটি টাকা 'নিজস্ব পুঁজি' গঠন করেছেন। ফাউন্ডেশনের সুফলভোগীদের শতকরা ৯৪ ভাগই মহিলা।

বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড)

দারিদ্র্য বিমোচনের কৌশল ও প্রচেষ্টার সমন্বয় এবং হাতে কলমে যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদানের অন্যতম একটি একাডেমি হলো বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড)। দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের মানুষের দারিদ্র্য বিমোচন ও জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়ায় বঙ্গবন্ধু দারিদ্র বিমোচন প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স প্রতিষ্ঠা করা হয়। ২০১২ সালে এর নামকরণ করা হয় 'বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড)'। একাডেমিটি মূলত প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা এবং সরকারি ও বেসরকারি কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন বিষয়ক কর্মশালা ও সেমিনার আয়োজন প্রতিষ্ঠানটির আরেকটি উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম। এছাড়া, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষি এবং বিত্তহীন ও বেকার জনগোষ্ঠীর দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে কৃষি ও অকৃষি খাতের বিভিন্ন উপার্জনমূলক কর্মকাণ্ডে বাপার্ড প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। জানুয়ারী, ২০০৯ হতে জানুয়ারী, ২০২২ পর্যন্ত ৩০,০৩৬ জন সুফলভোগী এবং সরকারি/বেসরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারিকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু যুব ঋণ কর্মসূচি

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে বেকার যুবদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচনের উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বেকার যুবদের জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে **'বঙ্গবন্ধু যুব ঋণ'** কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে।

'বঙ্গবন্ধু যুব ঋণ' কর্মসূচীকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা Start up প্রোগ্রাম হিসেবে অভিহিত করেছেন। উক্ত কর্মসূচীর আওতায় ২.০০ লক্ষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বেকার যুবদের মাঝে ঋণ প্রদানের কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে এবং তা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। উক্ত কর্মসূচীর আওতায় ফেব্রুয়ারি, ২০২২ পর্যন্ত ১,০৩,২৩০ জন উদ্যোক্তার অনুকূলে ১,৭২৭.৭৪ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

কর্মসংস্থান ব্যাংকের নিজস্ব ঋণ কর্মসূচি

ব্যাংকের নিজস্ব কর্মসূচির আওতায় ফেব্রুয়ারি, ২০২২ পর্যন্ত ৬,৩০,৩৩৫ জন উদ্যোক্তার মধ্যে মোট ৬,৩২৮.৪৩ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। একই সময় পর্যন্ত ৬,৮৩৩.৬৬ কোটি টাকা ঋণ আদায় করা হয়েছে।

- **শিল্প কারখানার স্বেচ্ছা অবসর প্রাপ্ত/ কর্মচ্যুত শ্রমিক কর্মচারীদের কর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ সহায়তা (শিকাশ্র)**

  শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সাথে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক অনুযায়ী ব্যাংক কর্মসূচিটি বাস্তবায়ন করছে। শিল্প কারখানা/প্রতিষ্ঠানের স্বেচ্ছা অবসর প্রাপ্ত শ্রমিক/কর্মচারীদের আত্ম-কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে কর্মসূচিটির আওতায় মোট ২০,১২০ জন শ্রমিক/কর্মচারীকে ১১১.৭১ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে। একই সময়ে ১০৩.৫৮ কোটি টাকা ঋণ আদায় করা হয়েছে।

- **বেকারদের আত্ম-কর্মসংস্থান কর্মসংস্থান ব্যাংকের কার্যক্রম**

  দেশের বেকার জনগোষ্ঠী বিশেষ করে শিক্ষিত বেকার যুবকদের আত্ম-কর্মসংস্থানের সৃষ্টির লক্ষ্যে ১৯৯৮ সালে কর্মসংস্থান ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্যাংকটি উৎপাদনমুখী ও আয়বর্ধক কর্মকাণ্ডে যুব সম্প্রদায়কে সম্পৃক্ত করতে ঋণ প্রদান করে। বর্তমানে সারা দেশে ২৫৬ টি শাখার মাধ্যমে ফেব্রুয়ারি, ২০২২ পর্যন্ত ৮,০৭,৭৬০ জনসহ মোট ২৯,১৬,০১৩ জন বেকার যুব ও যুব মহিলার কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে।

- **কৃষি ভিত্তিক শিল্পে ঋণ সহায়তা কর্মসূচি (কৃভিশি)**

  অর্থ বিভাগের সহযোগিতায় কর্মসংস্থান ব্যাংক ঘুর্ণায়মান তহবিলের মাধ্যমে কর্মসূচিটি বাস্তবায়ন করছে। কর্মসূচির আওতায় ফেব্রুয়ারি, ২০২২ পর্যন্ত ৬৯.১৫ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। এতে কৃষিভিত্তিক শিল্পে নিয়োজিত ২,৩৯৬ জন উদ্যোক্তা সরাসরি উপকৃত হয়েছে।

- **COVID-19-এর প্রভাব মোকাবেলার লক্ষ্যে অর্থনীতিতে গতিশীলতা আনয়নকল্পে দারিদ্র্য বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য ঋণ সহায়তা কর্মসূচি**

  অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক নভেল করোনা ভাইরাস (COVID-19) এর প্রভাব মোকাবেলার লক্ষ্যে

অর্থনীতিতে গতিশীলতা আনয়নকল্পে বিভিন্ন সেক্টরে কর্মসংস্থান সৃষ্টির পাশাপাশি উৎপাদন এবং সরবরাহ অব্যাহত রাখার নিমিত্তে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে কর্মসংস্থান ব্যাংকের অনুকূলে মূলধন ঘাটতি পূরণ বাবদ প্রদানকৃত ৫০০.০০ কোটি টাকা উক্ত কর্মসূচির আওতায় ফেব্রুয়ারি, ২০২২ পর্যন্ত ২৯,১৭৬ জন উদ্যোক্তার অনুকূলে ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। ফলে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ১,০৫,৩২৫ জনের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে।

COVID-19 এর চলমান সংক্রমণের কারণে আরোপিত বিধিনিষেধের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত নিম্নআয়ের মানুষের অনুকূলে নতুন ঘোষিত ৪নং প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় ঋণ সহায়তা কর্মসূচি

উক্ত প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় COVID-19-এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামীণ এলাকার নিম্ন আয়ের মানুষদের কর্মসৃজনমূলক কার্যক্রমে ঋণ সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে চলতি ২০২১-২২ অর্থবছরে বাজেটের অধীন কর্মসংস্থান ব্যাংকের অনুকূলে মূলধন ঘাটতি পূরণ বাবদ ২৫০.০০ কোটি টাকা প্রদান করা হয়। এ কর্মসূচির আওতায় ফেব্রুয়ারি, ২০২২ পর্যন্ত ১১,৮০৬ জন উদ্যোক্তার অনুকূলে ২৫০.০০ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক ঋণ কর্মসূচি

বাংলাদেশ ব্যাংকের ঋণ সহায়তায় ২০১৫-১৬ অর্থবছর থেকে কর্মসংস্থান ব্যাংক মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে ঋণদান কর্মসূচি শুরু করে। তাছাড়া, ২০১৬-১৭ অর্থবছর থেকে কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে জাত উন্নয়নপূর্বক দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে দুগ্ধ উৎপাদন ও কৃত্রিম প্রজনন খাতে পুনঃঅর্থায়ন স্কীম কর্মসূচি চালু করে। বাংলাদেশ ব্যাংকের সহায়তায় পরিচালিত এ দু'টি কর্মসূচির আওতায় ফেব্রুয়ারি, ২০২২ পর্যন্ত মোট ৮৪,৩৬০ জন উদ্যোক্তার মাঝে ১৪১৬.৪৪ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। কর্মসংস্থান ব্যাংক কর্তৃক ফেব্রুয়ারি, ২০২২ পর্যন্ত ঋণ বিতরণ ও আদায় সংশ্লিষ্ট তথ্য সারণি ১৩.৮ এ দেয়া হলোঃ

সারণি ১৩.৮: কর্মসংস্থান ব্যাংকের ক্রমপুঞ্জিত ঋণ বিতরণের তথ্য

	কর্মসূচির নাম	বিতরণ	আদায়যোগ্য	আদায়কৃত	আদায়ের হার (%)	সুবিধাভোগী (জন/সংখ্যা)	কর্মসংস্থান সৃষ্টি (জন/সংখ্যা)
১	বঙ্গবন্ধু যুব ঋণ কর্মসূচী	৪৪৭.২৮	২৩৯.৯৫	২১২.২০	৮৮%	২৯৫৬৭	১০৬৭৩৭
২	COVID-19-এর প্রভাব মোকাবেলার লক্ষ্যে অর্থনীতিতে গতিশীলতা আনয়নকল্পে দারিদ্র বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য ঋণ সহায়তা কর্মসূচী	৫০০.০০	১৯৪.১০	১৭২.৬৩	৯০%	২৯১৭৬	১০৫৩২৫
৩	COVID-19-এর চলমান সংক্রমণের কারণে আরোপিত বিধিনিষেধের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত নিম্নআয়ের মানুষের অনুকূলে নতুন ঘোষিত ৪নং প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় ঋণ সহায়তা প্রদান কর্মসূচি	২৫০.০০	৯.২৫	৯.২৪	১০০%	১১৮০৬	৪২৬২০
৪	নিজস্ব ঋণ কর্মসূচি	৬৩২৮.৪৩	৭২৩৮.৭০	৬৮৩৩.৬৬	৯৪%	৬৩০৩৩৫	২২৭৫৫০৯
৫	বিশেষ কর্মসূচিঃ						
	ক) শিকাশ্র ঋণ কর্মসূচি	১১১.৭১	১০৯.৯৬	১০৩.৫৮	৯৪%	২০১২০	৭২৬৩৩
	খ) কৃষি ভিত্তিক শিল্পে ঋণ কমসহায়তা	৬৯.১৫	৮০.৭৫	৭৮.৭০	৯৭%	২৩৯৬	৮৬৫০
	গ) বাংলাদেশ ব্যাংক মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ ঋণ সহায়তা কর্মসূচী	৯৪৬.৮৭	৬৪৪.৮৪	৬১৫.৯৬	৯৬%	৫৭৩৫১	২০৭০৩৭
	ঘ) বাংলাদেশ ব্যাংক দুগ্ধ উৎপাদন ও কৃত্রিম প্রজনন খাতে পুনঃঅর্থায়ন কর্মসূচি	১৫.০০	১৬.৫৪	১৬.১০	৯৭%	১২৫১	৪৫১৬
	ঙ) বাংলাদেশ ব্যাংক হতে প্রাপ্ত তহবিলের আওতায় বঙ্গবন্ধু যুব ঋণ কর্মসূচি	৪৫৪.৫৭	৩৯৩.৯৭	৩৫৫.৩৭	৯০%	২৫৭৫৮	৯২৯৮৬
	সর্বমোট	**৯১২৩.০১**	**৮৯২৮.০৬**	**৮৩৯৭.৪৪**	**৯৪%**	**৮০৭৭৬০**	**২৯১৬০১৩**

উৎসঃ কর্মসংস্থান ব্যাংক।

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

১৯৯০ সালে প্রতিষ্ঠিত পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) দারিদ্র্য বিমোচন, সামাজিক নিরাপত্তা ও নারীর ক্ষমতায়নে কাজ করছে। দারিদ্র্যের বহুমাত্রিকতা বিবেচনায় অতিদরিদ্র, মাঝারি-পর্যায়ের দরিদ্র, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে আর্থিক পরিষেবার পাশাপাশি নানাবিধ অ-আর্থিক সেবাদি প্রদান করছে। ২০০৯-১০ হতে ২০২০-২১ অর্থবছরে পিকেএসএফ-এর কর্মপরিসরে ৫১.৭৪ লক্ষ নতুন সদস্যকে অন্তর্ভুক্ত করে বিভিন্ন সেবা কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। এ সময়ে পিকেএসএফ হতে সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে প্রায় ৩৬,৮৪৫ কোটি টাকা তহবিল সরবরাহ করা হয়েছে, যা ঘূর্ণায়মানের মাধ্যমে সহযোগী সংস্থাসমূহ তৃণমূল পর্যায়ে ৩,৮২০০০ হাজার কোটি টাকা নমনীয় ঋণ সেবা প্রদান করেছে। অন্যদিকে ২০২০-২১ অর্থবছরে সহযোগী সংস্থাসমূহের অনুকূলে বিভিন্ন খাতে পিকেএসএফ-এর আর্থিক পরিষেবার পরিমাণ প্রায় ৪,৮৩২ কোটি টাকা। বর্ণিত সময়ে সদস্য পর্যায়ে সহযোগী সংস্থাসমূহের আর্থিক পরিষেবার পরিমাণ প্রায় ৫৭,০১২ কোটি টাকা। শুরু থেকে সেপ্টেম্বর ২০২১ পর্যন্ত সময়ে দেশব্যাপী ২৭৮টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে পিকেএসএফ প্রায় ১.৫৭ কোটি সদস্যের মাঝে বিভিন্ন সেবা কার্যক্রম পরিচালনা করেছে, যাদের ৯১ শতাংশের অধিক নারী। উক্ত সময় পর্যন্ত অন্যান্য পরিষেবার পাশাপাশি প্রায় ৪৪,৩১২ কোটি টাকা আর্থিক পরিষেবা প্রদান করা হয়েছে, যা ঘূর্ণায়মানের মাধ্যমে সহযোগী সংস্থাসমূহ তৃণমূল পর্যায়ে প্রায় ৪,৭৪,০০০ হাজার কোটি টাকা নমনীয় ঋণ সেবা প্রদান করেছে।

এছাড়া, পিকেএসএফ কোভিড-১৯ মহামারির প্রতিকূল প্রভাব মোকাবেলা করার জন্য ক্ষতিগ্রস্ত ঋণগ্রহীতাদের বিভিন্ন আর্থিক কর্মকাণ্ড পুনরুজ্জীবন ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে মাঠপর্যায়ে বর্ধিত অর্থপ্রবাহ নিশ্চিত করার পাশাপাশি সদস্যদের বিভিন্ন আর্থিক ও অ-আর্থিক সেবা প্রদান করেছে। জুন ২০২০ হতে সেপ্টেম্বর ২০২১ পর্যন্ত সময়ে নিয়মিত অর্থায়নের পাশাপাশি বর্ধিত অর্থায়নসহ সহযোগী সংস্থার অনুকূলে প্রায় ৬,৫০১ কোটি টাকা এবং সহযোগী সংস্থাসমূহ মাঠ পর্যায়ে প্রায় ৭০,৭০৩ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করে। বিশেষ প্রকল্পের আওতায় ৩০,০০০ জন অতিদরিদ্র সদস্যের জন্য ৩১.০ কোটি টাকা সমমূল্যের 'জরুরী সহায়তা কর্মসূচি' গ্রহণ করা হয় এবং ক্ষতিগ্রস্ত প্রায় ২,০০০ প্রশিক্ষণার্থীকে প্রায় ১.০ কোটি টাকা অনুদান প্রদান করা হয়। পিকেএসএফ কর্তৃক দরিদ্র মানুষকে সহায়তা প্রদানের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় সহযোগী সংস্থা বরাবরে ৭৫০.০ কোটি টাকা এবং নিজস্ব তহবিল হতে আরো ১০০.০ কোটি টাকাসহ মোট ৮৫০.০ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

মহিলাদের আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ তহবিলঃ

গ্রামীণ দুস্থ ও অসহায় মহিলাদের ঋণ প্রদানের মাধ্যমে দরিদ্র বিমোচন ও আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করার জন্য মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর ও জাতীয় মহিলা সংস্থা কর্তৃক মহিলাদের আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ তহবিল কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। প্রাপ্ত বরাদ্দ দ্বারা ঘূর্ণায়মান আকারে ৬৪টি জেলার ৪৮৮টি উপজেলার মাধ্যমে মাথাপিছু ৫,০০০ টাকা থেকে ১৫,০০০ টাকা পর্যন্ত ঋণ বিতরণ করা হচ্ছে। উক্ত কার্যক্রমের আওতায় ফেব্রুয়ারি, ২২ পর্যন্ত ২,১৬,৮৯১ জন ঋণগ্রহীতার মাঝে ঘূর্ণায়মানভাবে মোট ৮৭৬.৭৯ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি (এমআরএ)-এর মাধ্যমে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিবীক্ষন

বাংলাদেশে কর্মরত ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের জন্য ২০০৬ সালে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি (এমআরএ) প্রতিষ্ঠিত হয়। ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্যে এমআরএ অনুমতি প্রদান করে। দেশে কর্মরত সকল সরকারি-বেসরকারি সংস্থার ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের তথ্যাদি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটির অন্যতম প্রধান কাজ। ফেব্রুয়ারি, ২০২২ পর্যন্ত ৮৮১টি প্রতিষ্ঠানকে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনার সনদ দেয়া হয়েছে এবং নানা অনিয়মের অভিযোগে ১৩৪টি প্রতিষ্ঠানের সনদ বাতিল করা হয়েছে। ফেব্রুয়ারি, ২০২২ পর্যন্ত অথরিটির সনদপ্রাপ্ত ৭৪৭টি ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান দেশের ৩.৫২ কোটির অধিক গ্রাহকের জীবনমান উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

বেসরকারি সংস্থাসমূহের (NGO) ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম

সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থাসমূহ ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়নে কাজ করছে। মূলত দারিদ্র্য বিমোচন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও মানবসম্পদ উন্নয়নে এনজিওগুলো কাজ করছে। নিচে প্রধান ৭টি এনজিও'র সার্বিক ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হলো:

ব্র্যাক

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিশ্বের সর্ববৃহৎ এনজিও ব্র্যাকের অবদান অপরিসীম। এটি দেশের সবচেয়ে বড় ক্ষুদ্রঋণ দানকারী সংস্থা। ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি ছাড়াও দারিদ্র্য বিমোচন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সামাজিক উন্নয়নে ব্রাক কাজ করছে। ডিসেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত সংস্থাটি মোট ৩,২৯,২৪৩.৭৩ কোটি টাকা ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করেছে। এর ফলে ৮,৩৭৮,০৩১ জন উপকারভোগী প্রত্যক্ষভাবে লাভবান হয়েছেন, যাদের ৮৪ শতাংশই মহিলা।

আশা

১৯৯১ সালে বিশেষায়িত ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে আশা কার্যক্রম শুরু করে। প্রতিষ্ঠানটির স্বল্প ব্যয় ও টেকসই ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি দারিদ্র্য বিমোচনে বিশেষ মডেল হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের শুরু থেকে ফেব্রুয়ারি, ২০২২ পর্যন্ত আশা ক্রমপুঞ্জিভূতভাবে ২,৭৩,০৫৬.৬২ কোটি টাকা ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করেছে। বর্ণিত সময়ে সংস্থাটি থেকে মোট ৭,১৬২,৯৪৭ জন সদস্য ঋণ নিয়ে উপকৃত হয়েছেন, যাদের প্রায় ৯০ শতাংশই মহিলা।

ব্যুরো বাংলাদেশ

১৯৯০ সালে প্রতিষ্ঠিত ব্যুরো বাংলাদেশ দেশের ৬৪টি জেলার ৪৮২টি উপজেলায় দারিদ্র্য বিমোচনে কাজ করছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে (জুলাই-ফেব্রুয়ারি) ২,১৫৩,৩৫৪ জন উপকারভোগীর মাঝে ৬৮৯৯.৬ কোটি টাকা ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ করেছে। উপকারভোগীদের প্রায় ৯১ শতাংশই মহিলা।

কারিতাস

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর শিক্ষার উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে কারিতাস নানা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। ডিসেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিতভাবে ২,৭১,৫২১ জন উপকারভোগীর মাঝে কারিতাস মোট ৫,৫৭৯.০৮ কোটি টাকা ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করেছে।

শক্তি ফাউন্ডেশন

ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, কুমিল্লা, বগুড়া ও অন্যান্য বড় শহরের বস্তিতে বসবাসরত সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদের ঋণ সুবিধা প্রদানে শক্তি ফাউন্ডেশন কাজ করছে। ক্ষুদ্রঋণ সংস্থাটির মূল কার্যক্রম। এছাড়া, দরিদ্র মহিলাদের স্বাস্থ্য সেবাসহ নানা ধরনের সমাজ উন্নয়নে শক্তি ফাউন্ডেশন কাজ করছে। ফাউন্ডেশনটি ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিতভাবে ১৩,৬০৭.৩৩ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করেছে। একই সময়ে ১২,০৪৬.৫৯ কোটি টাকা ঋণ আদায় করা হয়েছে।

টিএমএসএস

দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, ব্যাবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণ ও উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল হিসেবে গড়ে তুলতে টিএমএসএস ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। দেশের ৫৯টি জেলার ৩৮৪টি উপজেলায় সংস্থাটি ঋণ দান কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। জুন, ২০২১ পর্যন্ত ৮৩,৫৮,৫৬৫ জন উপকারভোগীর মাঝে টিএমএসএস মোট ৩৬,৪৮২.০৩ কোটি টাকা ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করেছে।

প্রশিকা

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন তথা দারিদ্র্য বিমোচনে ভূমিকা রাখার প্রত্যয়ে ১৯৭৬ সালে মানিকগঞ্জ থেকে প্রশিকার যাত্রা শুরু হয়। বর্তমানে দেশের ৫৫টি জেলায় এর কার্যক্রম বিস্তৃত। ডিসেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত সংস্থাটি মোট ৮২৬৩.৭৩ কোটি টাকা ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করেছে। একই সময় পর্যন্ত প্রশিকা থেকে ঋণ নিয়ে উপকৃত হয়েছেন ২,৮০৭,৪৯৭ জন দরিদ্র মানুষ। উল্লিখিত এনজিওগুলো ছাড়াও আরও বহু এনজিও বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বর্ণিত এনজিওগুলোর ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম সারণি ১৩.৯ এ উপস্থাপন করা হলোঃ

সারণি ১৩.৯: প্রধান প্রধান এনজিওসমূহের ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির খতিয়ান

(কোটি টাকা)

সংস্থার নাম	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০	২০২১	ক্রমপুঞ্জিত ডিসেম্বর/২১
ব্র্যাক									
বিতরণ	১৫১৯০.৪৯	১৯২৯৮.২৮	২৪৩০২.৭৮	২৯৩১৭.১৩	৩৫৫৬২.৭৬	৪৩১৭১.৫৮	৩৮,৪২৬.২৯	৪২,৩৬৩.৯২	৩২৯,২৪৩.৭৩
আদায়	১৩২৮১.৭২	১৭১১৩৪.৮১	২১৫৬৩.৬৬	২৬৪৮৬.৮৫	৩১৫৫১.৪১	৩৮৯৫৬.৫৫	৩৩,৩১২.৭১	৪৩,৪৫৮.৮৬	৩০০,২১২.২৮
সুবিধাভোগী	৫৫১০৯০৫	৫৩৭৭৯৫১	৫৯৫৭৯৫৪	৬৪৮৩৪৮৬	৭১১৪৭২৬	৭৪৯৬৩৮৩	৮,১২৭,৯৪২	৮,৩৭৮,০৩১	৮,৩৭৮,০৩১
মহিলা	৪৮৭৬৪৪৫	৪৬৭১০০৪	৫১৮৮২০৬	৫৬৩৩১২১	৬১৬৫১১৯	৬১৬৩৩৯২	৬,৮২৭,৪৯৬	৭,০০৭,৫৫১	৭,০০৭,৫৫১
পুরুষ	৬৩৪৪৬০	৭০৬৯৪৭	৭৬৯৭৪৫	৮৫০৩৬৫	৯৪৯৬০৭	১৩৩২৯৯১	১,৩০০,৪৪৬	১,৩৭০,৪৮০	১,৩৭০,৪৮০
*** আশা**									
বিতরণ	১৪৬৩৮.৫৭	২০৯০৫.৬৮	২৬৯৫৮.৬৩	২৯৮৩১.৪২	২৯৬৮১.৪২	২৮৩৬৮.৩১	২৫,২১৫.৫৭	২৮,৫৬৭.৬৩	২৩,৮৮০.৯০
আদায়	১১৭৯৫.৩২	১৭৬৫০.০৮	২৩৫১৫.৩৭	২৭০৩৬.৪১	২৮৯৫৩.৩৪	২৯,১০৪.৩৫	২৪,২৬২.০৬	২৯,৫৩৯.২৭	২১,৮০৮.৯৯
সুবিধাভোগী	৬৯০২০২৪	৭৬৮৬২৫৫	৭৮৩৯১১৯	৭৮৩৯১১৯	৭৫৭৭৩৫৫	৬,৮২,৮,৬৯৮	৬,৭৬৬,৯০৬	৬,৯৮৭,৬০৯	৭,১৬২,৯৪৭
মহিলা	৬৩১৯৫০২	৭০৩৩৫২১	৭১৭১২৭১	৭১৭১২৭১	৬৯৩০৪৭৪	৬,২৩০,৯২৬	৬,১৪৩,৬৫৭	৬,৩২৬,৭০৫	৬,৪৫৩,৬৯৪
পুরুষ	৫৮২৫২২	৬৫২৭৩৪	৬৬৭৮৪৮	৬৬৭৮৪৮	৬৪৬৮৮১	৫৯২,৭৭২	৬২৩,২৪৯	৬৬০,৯০৪	৭০৯,২৫৩
***বুরো বাংলাদেশ**									
বিতরণ	২৩৬২.৮৫	২৬৩০.০২	৩৯৫১.৫৪	৫৪৩৯.৩৮	১০৪৬০.৫০	৯১৪৮.৫	৮২২০.৪	৭৬০৮.৪	-
আদায়	২২৯০.৩৫	২৩৫৫.৮৮	৩১৫৪.৮১	৪৬০৪.৮২	৮৯৭৮.৮০	৭০৯৫.৩	৭১৭৪.০৮	৮০৪১.০	-
সুবিধাভোগী	১০৫৩০৩৫	১২৬৯৪১১	১৩৫৬৫৭২	১৪৪৯০৮৫	১৬৪৯৯২৩	১,৬৬২,৬৮৯	১,৯৬৩,০৬০	১,৮৬২,৪৬১	-
মহিলা	৯৮২৪৭৪	১১৬৮৯৪৫	১২৪১৬৮৭	১৩২৯৭১৯	১৫০১৫৬৪	-	-	-	-
পুরুষ	৭০৫৬১	১০০৪৬৬	১১৪৮৮৫	১১৯৩৬৬	১৪৮৩৫৯	-	-	-	-
কারিতাস									
বিতরণ	২৯৭.৩৫	৩১৭.১৬	৩৮০.৪৫	৪৪৮.৫২	৪৮৩.২০	৫৪২.১৬	৪৫৮.৪৯	৫৯৪.৩৭	৫,৫৭৯.০৮
আদায়	২৯১.৬২	৩১০.০৭	৩৪৬.৫৫	৪১২.০৫	৪৬২.২১	৫০৯.৮৫	৪,২২.১১	৫৪৩.২৭	৫,১৮৯.১৮
সুবিধাভোগী	৩৭৮৯৭	২৯২১৭	৬৬১৯	২৫২৬	৪০৭০	২৩০৩	৫২২	১৩,৮২৯	২৭১,৫২১
মহিলা	২২৮১৮	১৮৪২১	৭৮৩২	২৪২৯	২১৫৪	২৬১৯	১৫৩	১২,৩৩৪	২৩৫,৫৯৭
পুরুষ	১৫০৭৯	১০৭৯৬	১২১৩	৯৭	১৯১৬	-৩১৬	৩৬৯	১,৪৯৫	৩৫,৯২৪
এসএসএস									
বিতরণ	১৩১৬.৩২	১৬৮৬.২৬	১১৪৯.৬৭	২৭৬২.৫০	৩১৩৫.২০	৩৩৫৪.১৭	৩৪২২.২৯	-	-
আদায়	১২২৯.৩৩	১৫০৭.১৭	৯২৩.২৪	২৩১৭.৬৮	৩০৭৩.৭৮	৩০৮৯.০	৩২৬২.৭২	-	-
সুবিধাভোগী	৪৭৩১১৬	৫০৭২৯৫	৫৭৯১৮২	৬১৬৫৮৫	৬০০৯০৬	৬,৪৪,৪৫৩	৭,৫৮,২৭৫	-	-
মহিলা	৪৬২৫৬৭	৪৯৮৫১৮	৫৬৮৬৯৪	৬০০৫২৯	৫৮৫৯৫১	৬,২৮,৯১৯	৭,৩৬,২৪৭	-	-
পুরুষ	১০৫৪৯	৮৭৭৭	১০৪৮৮	১৬০৫৬	১৪৯৫৫	১৫,৫৩৪	২২,০২৮	-	-
শক্তি ফাউন্ডেশন									
বিতরণ	৬১৮.৬৫	৭৪৫.৭৯	১০০১.৪৫	১১৭৫.০৩	১৩২২.৩৭	১৭৬৫.৬৮	১,২১৪.১৯	১,৮৯৯.৭২	১৩,১৩০.৪৪
আদায়	৫৭০.৩৫	৬৬৯.৯৬	৮২৬.৪৯	১০১৭.০২	১২৩২.৮১	১৫০৭.৪৮	১,২২৬.৬০	১,৪৫৮.৯১	১১,৭০৪.৩৯
সুবিধাভোগী	৪৯৬০৪০	-	-	৫২১৭৫১	-	-	-	-	৪৩০,৭৪৪
মহিলা	৪৭৬৮০	-	-	৫০৭৬২৮	-	-	-	-	৪২৩,১৪৭
পুরুষ	১৬৩৬০	-	-	১৪১২৩	-	-	-	-	৭,৫৯৭
টিএমএসএস									
বিতরণ	১৮৯৪.৪৯	২৯৬৩.৮০	২৬২৩.৯৮	৩৩০৫.৮৫	৪২৪৫.০৩	৪৮১৭.৭১	৪৩৯১.৩১	৪৮৯৫.৯৯	৪০২৯২.৬৬
আদায়	১৬২৩.৯৮	২৫৪০.৪২	২৪৬০.৩৫	২৯১৮.২৮	৩৮৩৮.৮৪	৪৪৮০.৪১	৪০৯৬.৪৪	৪৬২০.০০	৩৬১০০.৫৯
সুবিধাভোগী	৫৬৪১২৭	৫১৯১১৮	৪৫৯৫৫৮	৫০৩৯৪২	৫৭৬৬৮৩	১০৮৩৬০	৮৬১৩৪৯	৯৫০৭৬০	৬৬৫৩৪২
মহিলা	৫৪৪৩৮৩	৪৯৯৯১০	৪৪১১৭৬	৪৯২৭২২	৫৬৮২০৭	৬০৯৭২	৭৮৪৬৫৯	৮৬৮৭০৯	১৩৭০২০৫১
পুরুষ	১৯৭৪৪	১৯২০৮	১৮৩৮২	১১২২০	৮৪৭৬	৪৭৩৮৮	৭৬৬৯০	৮২০৫১	১৪৩৬৭৩৯৩
প্রশিকা									
বিতরণ	২২২.৪২	২১৯.৫১	১৭৮.০২	২৫৫.৭৫	৩৫১.১৮	৫৩৯.৫২	৫৫০.২৫	৯৮৩.২৮	৮,২৬৩.৭৩
আদায়	২১৫.৯৮	২১৫.২২	১৬২.৭৮	২৩১.৬২	২৯৭.৮৫	৪৭৩.৫২	৫০২.৩২	৮৫৫.৯৪	৭,৮০৪.৪৭
সুবিধাভোগী	১০৮৫৯০	৯২৫৩৫	৭৯১১৯	১১০৪৮৩	১৪০৪৭১	২৪০৩৩৫	৩১৪,৬৫৪	৩৯১,৬৭০	২,৮০৭,৪৯৭
মহিলা	৭৬০১৩	৭৪২১৫	৫৩৮০১	৭৮৪৪৩	১০৩৯৪৯	১৮৬২৬৬	২২৯,৯৮৪	২৯৩,১৩৬	১,৭৬৬,৫২৯
পুরুষ	৩২৫৭৭	১৮৩২০	২৫৩১৮	৩২০৪০	৩৬৫২২	৫৪০৬৯	৮৪,৬৭০	৯৮,৫৩৪	১,০৪০,৯৬৮

উৎসঃ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান।

*আশা ২০২১-২২ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি,২২ পর্যন্ত,*ব্যুরো বাংলাদেশ ২০২০-২১ অর্থবছর (জুলাই-জুন) পর্যন্ত।

গ্রামীণ ব্যাংক

১৯৮৩ সালে বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান হিসেবে গ্রামীণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্যাংকটি মূলত গ্রামীণ দরিদ্র নারীদের মাঝে ক্ষুদ্রঋণ বিতরণের মাধ্যমে তাদের আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে দারিদ্র্য বিমোচনে কাজ করছে। ডিসেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত ২,৫৬৮টি শাখার মাধ্যমে ৬৪ জেলার ৪৭৯ উপজেলার ৮১,৬৭৮টি গ্রামে ৯৩.১৩ লক্ষ সদস্য ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। সদস্যদের প্রায় ৯৭ শতাংশই মহিলা। ব্যাংকটি ফেব্রুয়ারি, ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিতভাবে মোট ২৫৫১১২.৩২ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করেছে এবং একই সময়ে ২৪১৩৪৫.৭৮ কোটি টাকা ঋণ আদায় করেছে। সারণি ১৩.১০ এ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ পর্যন্ত গ্রামীণ ব্যাংকের ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ পরিস্থিতি উপস্থাপন করা হলোঃ

সারণি ১৩.১০: গ্রামীণ ব্যাংকের ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি

(কোটি টাকা)

উপাদান	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	ক্রমপুঞ্জিত ফেব্রুয়ারি ২০২২
বিতরণ	১৬৯৩৩.১৫	২০৭৮৯.১১	২৪৩২১.৫০	১৭০৪৪.৯২	২০৫০১.৭০	১৯৫৪৭.৯৯	২৫৫১১২.৩২
আদায়	১৫১২৩.১৩	১৮২৭০.১৩	২২৫৫৯.৭৫৫	১৬৬৯৪.০২	২০৪৯০.০৩	২১১৫০.৩০	২৪১৩৪৫.৭৮
আদায়ের হার	৯৮.৮২	৯৯.২২	৯৯.১৩	৯৯.০৩	৯৯.২৯	৯৫.২৫	৯৭.১৯
সুবিধাভোগী	৮৮৫৩৯৬১	৮৯১৫৪৯১	৮৯৮৬০৫০	৯১৩২৯৬৬	৯৩১৩৫১৩	৯৩৮৭৫০৫	৯৬১২৭৬৭
মহিলা	৮৫৪৮০৬০	৮৬০৯৮৯	৮৬৮৯০০৪	৮৮৩৪৭০৬	৯০১৩৭৬২	৯০৮৪৭৬৫	৯৩০৫৪৩২
পুরুষ	৩০৫৯০১	৩০৫৫৯৮	২৯৭০৪৬	২৯৮২৬০	২৯৯৭৫১	৩০২৭৪০	৩০৭৩৩৫

উৎস: গ্রামীণ ব্যাংক

তফসিলি ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম

বিশেষায়িত কিছু সংস্থা ও এনজিও ব্যতীত তফসিলি ব্যাংকগুলোও ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সারণি ১৩.১১ এ রাষ্ট্রায়ত্ত ৪টি বাণিজ্যিক ব্যাংক ও ২টি বিশেষায়িত ব্যাংকের প্রদত্ত ক্ষুদ্রঋণ পরিস্থিতি উপস্থাপন করা হলোঃ

সারণি ১৩.১১: তফসিলি ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি

(কোটি টাকা)

ব্যাংক	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	ফেব্রুয়ারি, ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত
সোনালী ব্যাংক										
বিতরণ	৬৬৮.৯৯	১০৬৩.১৫	১০৪১.০০	১১২৭.০০	১১৮৭.৩০	১১৭০.২১	১২৫৮.৫১	৭৭১.৫১	৯৯৫.৬৬	১৯৬৬৩.৩৬
আদায়	৮৬৫.৭২	১১৬৬.৯১	১২৪৪	১১৭৮	১৩০৬.০৮	১২৬৭.৯০	১৩৭৮.৭৮	৮১৮.৬৩	২১৬৩১.৭৯	৯০৫.৫১
আদায়ের হার (%)	১২৯.৪১	১০৯.৭৬	৪৫.০০	৪৬.০০	৪৬.০০	৪২.৫২	৪৮.৪৭	৩৮.৪৭	৩৯.২৯	৮৪.১৭
সুবিধাভোগী	২৪৫৩৪৪	২৬২১৪৯	২২৯৭৭৩	২০৮৪৩২	২৯১৪২৯	৩১,১০,৫৮	১৫,৭৫,১৮	১৬,৬২,২৯	২৮,৫৫,৪৮	৮৪,৫১,৩৯৭
অগ্রণী ব্যাংক										
বিতরণ	৭৯৮.১৬	৬০২.০০	২১২০.৫০	১৭৮২.০২	৮৯৮.০০	২৭৪৮.৭৭	৩৩৪০.৯৪	৪১৫৯.০০	৬৮৩৩.৭৬	৪৩১৬.৪০
আদায়	৮৩০.৩৫	৫২৮.০০	৩০৫১.৮৫	৩০০৭.৮৬	৯৯৬.০০	১৭৬৭.৮৫	১৪২৯.৩০	৩৫৩০.১০	৫৫৯৯.৮৯	৪১২৯.৭৫
আদায়ের হার (%)	১০৪.০৩	৮৭.৭১	৭৪.০০	৬৭.০০	৮৮.০০	৬৪.৩১	৬২.০০	৭২.১১	৭২.৭৮	৮১.৯৫
সুবিধাভোগী	১১৭২৩৬	১৩২৩১৭	১২৮৮৫০	৯২৬৩৬	১৫০১৩৯	৩০৬৯৮	১৮৭৮০	২৩০৫৩	২৮৬৩১	২৬০২৩
***জনতা ব্যাংক**										
বিতরণ	৭৩৬.৪৮	৭৩৭.৩	৭৫১.৫৭	৭৪৪.৮২	৪৯৫.৫৭	৭৫১.৩৬	৫৯৭.৭৭	৭৩৩.১৩	৩৪৫.৪৩	৪৭৬.১৮
আদায়	৫২৫.৫৪	৬৪১.৩৫	৬৯৮.৯১	৬৯১.২৩	৪৯০.২৩	৬৭৮.৫৭	৫৭০.৮৫	৭২২.৪২	২৭৬.৪৪	৪৩৫.৯০
আদায়ের হার (%)	৭১.৩৬	৮৬.৯৯	৯৩.০০	৯৩.০০	৯৯.০০	৪৮.০০	৫১.৪৮	৬১.০৭	৩৬.৬৪	৩৪.২৯
সুবিধাভোগী	২৪৫২৮৮	৫৪৮১৩৪	১০৪৫৬৩	৫৫৩৪১৩	৫৫২৩৯২	৭৫৩৭৮৫	৫৫৪৫৪৫	৫৪৭৩৬৬	-	৫৫৪৯৪৫
***রূপালী ব্যাংক**										
বিতরণ	১৬.৬৩	৬৬.২৫	৭৭.৬৯	৯৬.৮৪	২০২.৩৪	৮১৪.৬৫	৮৫৮.৭৬	১২৪০.৪৬	১৫৯৩.৩৫	১৮৫৫.৩৮
আদায়	১৬.৬৮	৭৫.৪৮	৯০.১৯	১২২.৪৯	১৮২.১৮	৪৭৫.৩৭	৮৪৩.১৫	১২৯৯.২৮	১৮১৫.২	২০৮৯.৮৩
আদায়ের হার (%)	১০০.৩	১১৪.০০	১১৭.০০	১২৬.০০	৯০.০০	৫৮.০০	৯৮.০০	১০৫.০০	১১৪.০০	১১৩.০০

ব্যাংক	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	ফেব্রুয়ারি, ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত
সুবিধাভোগী	১৩৫৫৪	১৫০০০	১৫২৫৫	১৪৮৮৬	৩০৬৯৭	৩৪৭৩১	৩৫০২১	৩৮৩২৩	৪৭২২৭	৫০৮৭৬
***বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক**										
বিতরণ	৭৩.৭০	১০০.৪৯	৯৬.৫৬	৫৭.৬১	৩১.১৫	৭২.১১	৫৯.১১	৩৭.৮২	৩৬.৫৫	২৮.৬১
আদায়	৫১.৩৮	১০৯.৩৭	১০৬.৭৭	৫২.০৪	২১.১৩	৬৬.৪৯	৬৭.৪২	৩১.৩৫	৩১.৬০	২৮.৬১
আদায়ের হার (%)	৬৯.৭২	১০৯.০০	১১১.০০	৫৩.১৭	৬৭.৮৩	৯২.২০	১১৪.০৫	৮২.৮৯	৮৬.৪৬	১৩১.৩৫
সুবিধাভোগী	২৮২৮৪	১৪৯১৯	১৬৫২৯	১৬০৪৪	৭২৫৪	১২০৮০	৬৩৭৫	৩২৪০	২৩২২	১৯৬৪
***রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক**										
বিতরণ	৩৯.০৪	১৪৩০.৯১	১৫৩৬.১৮	১৬৩৬.৪২	১৮৩৩.৩২	২০৫০.৮৪	২৩৫৮.৯৮	২০৫১.৬৭	২৭৬২.৯৬	২০৫১.৫৯
আদায়	৩৭.০৩	১৬৭৭.১৪	১৮২৭.১১	১৯৪৫.৮৫	২০৪৩.৯৬	২১৮৯.২০	২৫২৮.৭৯	২১৪২.৪০	২৭১৮.৯৩	২১৩৮.৫৯
আদায়ের হার (%)	৯৪.৮৫	৯৪.০০	১০২.০০	১২২.০০	১২০.০০	১২২.০০	১২৬.০০	৯৩	১০৯.০০	৭৬.০০
সুবিধাভোগী	১২৬০২	২০২৫৩১	২০২২৪২	২০৩৩৭৫	২১২১০০	২০৩২৫৮	২০৩৬৪৭	১৬৫১০২	১৮৫৩২৪	১৩১০৮৬
মোট										
বিতরণ	**২৩৩৩.০০**	**৪০০০.১**	**৫৬২৩.৫**	**৫৪৪৪.৭১**	**৪৬৪৭.৬৮**	**৭৬০৭.৯৪**	**৮৪৭৪.০৭**	**৮৯৯৩.৫৯**	**১২৫৬৭.৭১**	**২৮৩৯১.৫২**
আদায়	**২৩২৬.৭**	**৪১৯৮.২৫**	**৭০১৮.৮৩**	**৬৯৯৭.৪৭**	**৫০৩৯.৫৮**	**৬৪৪৫.৩৮**	**৬৮১৮.২৯**	**৮৫৪৪.১৪**	**৩২০৭৩.৮৫**	**৯৭২৮.১৯**
আদায়ের হার (%)	**৯৯.৭৩**	**১০৪.৯৫**	**১২৪.৮১**	**১২৮.৫২**	**১০৮.৪৩**	**৮৪.৭২**	**৮০.৪৬**	**৯৫.০০**	**২৫৫.২১**	**৩৪.২৬**

উৎসঃ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান।*জনতা ব্যাংক ফেব্রুয়ারি ২০২২ (২০২১-২২) পর্যন্ত, * রুপালি ব্যাংক ফেব্রুয়ারি ২০২২ (২০২১-২২) পর্যন্ত, *বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ফেব্রুয়ারি ২০২২ (২০২১-২২) পর্যন্ত, *রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক ফেব্রুয়ারি ২০২২ (২০২১-২২)পর্যন্ত।

দ্রষ্টব্য: আদায়ের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী বছরের অনাদায়ী হিসেব অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় অনেক ক্ষেত্রে আদায়ের হার শতভাগের বেশি হয়েছে।

অন্যান্য বাণিজ্যিক এবং বিশেষায়িত ব্যাংকের ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি

তফসিলি ব্যাংকসমূহের পাশাপাশি অন্যান্য বাণিজ্যিক এবং বেসরকারি ব্যাংকসমূহ দারিদ্র্য বিমোচন ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। সারণি ১৩.১২ এ কয়েকটি বাণিজ্যিক এবং বিশেষায়িত ব্যাংকের ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ কর্মসূচির বিবরণ উপস্থাপন করা হলোঃ

সারণি ১৩.১২: অন্যান্য বাণিজ্যিক এবং বিশেষায়িত ব্যাংকের ক্ষুদ্রঋণের বিবরণ

ব্যাংক	সুবিধাভোগীর সংখ্যা			বিতরণ কোটি টাকা (ক্রমপুঞ্জিত ফেব্রুয়ারি, ২০২২ পর্যন্ত)	আদায়ের হার (%)
	মহিলা	পুরুষ	মোট		
আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক	৫,৬২ ,৩৮৬	৫,২৭ ,২৯৭	১০,৮৯,৬৮৩	২৬১৯.৬৩	৯৬.৬২
*ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড	৪৩	১৫৮৯	১৬৩২	১৯৯২.৭৩	৬৮.৩১
*সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড	-	-	-	২১২২২৮.৫৩	-
উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড	৫২৮	৩৭৫৯	৪২৮৭	১৯৪৬.৩৫	-
বেসিক ব্যাংক লিমিটেড	৫২৮০৯২	১৩২০২৩	৬৬০১১৫	১২৪৫.২	৮২.৪১
*ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড	-	-	-	১৯৮৯২৪	-
মোট	**১০৯১০৪৯**	**৬৬৪৬৬৮**	**১৭৫৫৭১৭**	**৪১৮৯৫৬.৪৪**	**-**

উৎসঃ সংশ্লিষ্ট ব্যাংকসমূহ। *ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড (ডিসেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত), *সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড (ডিসেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত)।

মন্ত্রণালয়/বিভাগের ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচিঃ দারিদ্র্য বিমোচনে সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ক নানা ধরনের প্রকল্প/কর্মসূচির পাশাপশি সরকার বিভিন্ন মন্ত্রণালয় /বিভাগ/সংস্থার মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করছে। দারিদ্র্য বিমোচনের এই মডেলকে টেকসই করতে সরকার ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা তৈরির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করছে। এ লক্ষ্যে অর্থ বিভাগসহ অন্যান্য মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থাসমূহ কাজ করে যাচ্ছে। সারণি ১৩.১৩ এ কয়েকটি মন্ত্রণালয়/ বিভাগের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের তথ্য উপস্থাপন করা হলোঃ

সারণি ১৩.১৩: বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের ক্ষুদ্রঋণ পরিস্থিতি

(কোটি টাকা)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	সংস্থা	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	ক্রমপুঞ্জিত (ফেব্রুয়ারী ২০২২ পর্যন্ত)
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	**বিআরডিবি**										
	বিতরণ	৮১৫.০৩	৮৮৪.৫৮	৯৮৫.৮৮	১০৬৫.৭৩	১১৭৩.৫২	১২৫২.৮৬	১২৮২.৪১	১০৫৫.৩১	১২৪৪.৩৯	২০০৫৯.১৩
	আদায়	৭৮৯.৬৪	৮১৬.৮০	৯১০.৪২	৯৯৭.৪৮	১১০৬.১২	১১৬০.২৯	১২৪১.৩২	১০০০.৭৪	১২৫০.৪৬	১৮২৩২.০৫
	হার (%)	৯৪.০০	৯২.০০	৯২.০০	৭৩.০০	৯৪.০০	৭৫.০০	৭৫%	৬৭%	৭১%	৯৭%
	পিডিবিএফ										
	বিতরণ	৫৯৯.১৬	৭১৬.৮২	৯১৫.২৬	৯৫৬.৯৩	১১৫৬.২৮	১২৬৬.৫০	১৩০৯.৭৩	১০১৫.৮০	১৯৩৩.০০	১৭২৪৬.০০
	আদায়	৬২৯.১৫	৭২৪.৬৯	৯৪৬.৪৫	৯৪৬.০৯	১১৭৮.৩৫	১৩৫৯.৪৯	১৩৭৯.৮৬	১১০৪.৫৮	২০৬৪.০০	১৬৬০০
	হার (%)	৯৯.০০	৯৯.০০	৯৮.০০	৯৮.০০	৯৮.০০	৯৭.০০	৯৬%	৯৬%	৯৬%	৯৮%
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	**জাতীয় মহিলা সংস্থা**										
	বিতরণ	২.০০	৯.১৭	৩.০১	১.২৯	১.৫৫	১.৫৩	৩.০২	৩.০৩	৩.০১	৬৯.২৭১
	আদায়	২.১০	৭.৪৫	১.৬৬	৪.৭২	৫.২৫	২.৪০	২.৫২	৪.৯৭	১.৯৯	৭৭.৪৪
	হার (%)	১০৫.০০	৮১.২৪	৫৫.৩৯	৩৬৫.৯	৩৩৭.১৩	১৫৭.৬৮	১৩৩	১৬৪	১৩১	-
*মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	বিতরণ	৩.৪	৫.৫৬	৭.০০	৭.৯৮	৮.৬১	৯.৩৩	৯.০০	৯.০০	৭.০০	১০১.৯৭
	আদায়	৯.০০	৩.২৫	৪.৫২	৮.০৩	৮.৭৯	৮.৮৩	১০.০০	১০.০০	১০.০০	৭১.৬৫
	হার (%)	২৬৪.৭০	৫৮.৪৮	৬৪.৫৭	১০০.৬২	১০২.০৯	৫৯	৫০.০০	৫০.০০	৫১.০০	৮৮.০০
শিল্প মন্ত্রণালয়	**সিরোটসি**										
	বিতরণ	১১.৯৪	১০.৪০	৯.৩৫	৮.৬৫	৭.৮২	৬.৪২	৩.৪৩	২.৯৭	২৫৫.১৪	৮,৬৪২.৫০
	আদায়	১১.১৭	১০.৪৬	৯.৩৩	৮.৬৩	৭.৮১	৬.৫৩	৩.৭০	৩.১০	২৫৪.০৬	৮,৫২৫.৬৬
	হার (%)	৯৩	১০০	৯৯	৯৯	৯৯	১০১	-	-	৫৬%	৮১%
ভূমি মন্ত্রণালয়	বিতরণ	৭.৩২	৩.০২	৭.৫০	৬.৭০	৬.৭৯	০.৯৩	১.২৯	০.৭৩	০.৩৫	৩.৪৯
	আদায়	৩.৭৭	১.৬৩	৫.৬৭	৬.০৯	৬.৩৯	০.১০	০.৫২	০.৯৯	০.২২	১.৯৬
	হার (%)	৫১.৫০	৫৩.৯৭	৭৫.৫৮	৯০.৯০	৯৪.১১	৪৫%	৬৭%	৭০%	৩৯%	৮৬%
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	**বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড**										
	বিতরণ	১.৮৪	২.৬৫	৪০.৩৪	৪.০৪	৪.১০	৩.৬০	৩.৫১	০.৫৭	-	৭৮১৫.৫২
	আদায়	২.৬৫	২.৩৯	৩.১৬	৩.৪২	৪.২৩	৩.২৫	৩.৫৬	২.১১	-	৬২৫৬.০৭
	হার (%)	৬০.৬৫	৬২.৭৬	৬৫.৬৫	৬৭.৮৯	৭০.২৫	৭০.৭০	৭১.৮৬	৭২.৬	-	১১১.৩০%
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	***যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর**										
	বিতরণ	-	-	৯৭.৩৪	১০২.৬৪	১২১.৯৭	১৩৮.৮১	১৪২.৯৪	১১৪.৯৪	৮৮.৫৮	২১৮৩.৭৯
	আদায়	-	-	৮৯.৭৩	৯৯.২৯	১০৯.৯৩	১১৭.১৬	১৩২.৯১	১০৫.০৮	৭২.০৪	১৯০৪.৯৯
	হার (%)	-	-	৮২.১৮	৯৬.৭৪	৯০.১২	৮৪.৪০	৯২.৯৮	৮৪.৭৫	৯৫%	৯৫%
কৃষি মন্ত্রণালয়	***তুলা উন্নয়ন বোর্ড**										
	বিতরণ	১.১৬	১.২৫	১.৭১	১.২৩	১.২৭	১.৩৪	১.৫৬	১.৬৬	১.১৫	১৩.৬
	আদায়	১.২২	১.৩১	১.৭৮	১.২৮	১.৩৪	১.৪১	১.৬১	১.৭৩	১.২০	১২.৯
	হার (%)	১০৫.০৬	১০৪.৭৭	১০৩.৯৬	১০৪.৪৬	১০৪.৯২	১০৪.৫৯	১০৩.০৭	১০৪.৩৫	১০৪.৩৩ %	৯৪.৯৩%

উৎসঃ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়। *মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত।

দ্রষ্টব্য: আদায়ের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী বছরের অনাদায়ী হিসেব অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় অনেক ক্ষেত্রে আদায়ের হার শতভাগের বেশি হয়েছে।